নোটিশ

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এর আই.পি.আর প্রজেক্টের অধীনে নিয়োগকৃত ল'কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জিআই আইন, ২০১১ এর মূল বাংলা ভাষ্য (খসড়া) শিল্প মন্ত্রণালয়ের (www.moind.gov.bd) ওয়েবসাইটে আজ ২৪/১০/২০১১ তারিখে প্রদর্শন করা হ'ল। খসড়া আইনটির বিষয়ে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে (saifkhokon25@yahoo.com) নম্বরে মতামত প্রদানের জন্য স্টেকহোল্ডারদের/সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হ'ল।

বাংলাদেশে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন ও সু-সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু বাংলাদেশে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন ও সু-সংরক্ষণের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন** ।-- (১) এই আইন ভৌগোলিক নির্দেশক আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে ।

(৩) সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে দিন নির্ধারণ করিবেন সেই দিন হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা** ।-- (১) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই আইনে--

(ক) "অনুমোদিত ব্যবহারকারী" অর্থ ধারা ৯-এর অধীনে নিবন্ধনকৃত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক'-এর অনুমোদিত ব্যবহারকারী বুঝাইবে; ইহার অর্থ ব্যক্তিবর্গ বা উৎপাদনকারীগণের কোন সমিতি বা কোন সংগঠন, যাহা নিবন্ধন বহিতে বর্ণিত ভৌগোলিক এলাকায় উহাতে উল্লিখিত পণ্য লইয়া কার্যক্রম চালায় এবং বর্তমানে যাহার নাম কোন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধন বহিতে এন্ট্রি রহিয়াছে;

(খ) "আপীল বোর্ড" অর্থ ধারা ২৫-এ বর্ণিত মতে এই আইনের উদ্দেশ্য পালনের লক্ষ্যে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গঠিত আপীল বোর্ড ;

(গ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার বা সরকারের পক্ষ্যে বা সরকার কর্তৃক অর্পিত কার্য সম্পাদনকারী কোন সরকারি বা বিধিবদ্ধ সংস্থা;

(ঘ) কোন পণ্যের 'উৎপাদনকারী' (Producer) অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন ব্যক্তি, যিনি--

(১) কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে, পণ্যটি উৎপাদন করেন এবং পণ্যটি প্রসেসকারী বা প্যাকেটজাতকারী ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(২) প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন পণ্যের বেলায়, উহা আহরণ করেন;

(৩) হস্তশিল্পজাত বা শিল্পজাত পণ্য হইলে, উহা তৈরী বা প্রস্তুত করেন এবং উক্ত পণ্যের উৎপাদন, আহরণ, তৈরীকরণ বা প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত ব্যবসায়ী বা বিপণনকারী ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(ঙ) "জেলা আদালত" (District Court) অর্থ Code of Civil Procedure,১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন)-এ বর্ণিত জেলাজজ আদালত এবং অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত বা যুগ্ম-জেলা জজ আদালতও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(চ) "নাম" অর্থে নামের সংক্ষিপ্তরূপও অন্তর্ভুক্ত ;

(ছ) "নিবন্ধক", "উপ-নিবন্ধক" এবং "সহ-নিবন্ধক" অর্থ এই আইনের ৪ ধারার অধীনে নিযুক্ত ক্ষেত্রমত যথাক্রমে "ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধক", "ভৌগোলিক নির্দেশক উপ-নিবন্ধক", "ভৌগোলিক নির্দেশক সহ-নিবন্ধক"

(জ) "নিবন্ধন বহি" অর্থ ১৭ ধারায় বর্ণিত ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন বহি ;

(ঝ) "নিবন্ধিত" অর্থ (ব্যাকরণগত পার্থক্যসহ) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত;

(ঞ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(ট) "পণ্য" (goods) অর্থ কৃষিজাত বা প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন বা তৈরীকৃত দ্রব্য অথবা কোন হস্ত শিল্পজাত বা শিল্প কারখানাজাত দ্রব্য এবং খাদ্য সামগ্রীও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(ঠ) 'প্যারিস কনভেনশন' অর্থ সর্বশেষ পরিমার্জিত আকারে শিল্প সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০ মার্চ, ১৮৮৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্যারিস কনভেনশন, যাহাতে বাংলাদেশ ৩ মার্চ, ১৯৯১ এ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে;

(ড) "প্রতারণামূলকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ ভৌগোলিক নির্দেশক " অর্থ এমন ভৌগোলিক পরিচয় যাহা অপর কোন ভৌগোলিক নির্দেশক-এর সাথে এমন সাদৃশ্যপূর্ণ যে উহা প্রতারণা বা বিভ্রান্তি ঘটাইতে পারে;

(ঢ) "প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ Criminal Procedure Code, ১৮৯৮-এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট;

(ণ) কোন পণ্য সম্পর্কে "ভৌগোলিক নির্দেশক" বলিতে এমন নির্দেশক নির্দেশ করিবে যাহা দ্বারা কোন কৃষিজাত, বা প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন অথবা প্রস্তুতকৃত পণ্য কোন দেশের বিশেষ ভূখণ্ডে বা সেই ভূখণ্ডের কোন বিশেষ অঞ্চল বা এলাকায় উৎপন্ন বা প্রস্তুতকৃত বলিয়া বুঝাইবে, যেখানে বিশেষ গুণাগুণ, সুনাম বা এই ধরণের পণ্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ যাহা উহার ভৌগোলিক উৎপত্তিস্থলে আবশ্যিকভাবেই থাকে এবং পণ্যটি যদি প্রস্তুতকৃত পণ্য হয়-- তাহা হইলে প্রস্তুতকরণ কার্যাবলীর মধ্যে উৎপাদন বা প্রসেসিং বা তৈরীর কাজের যে কোন একটি কাজ অনুরূপ ভূখণ্ড, অঞ্চল বা এলাকায় সম্পন্ন হয়।

ব্যাখ্যা : এই দফার প্রয়োজনে কোন নাম কোন দেশ, অঞ্চল বা দেশের কোন এলাকার নাম না হইলেও ভৌগোলিক নির্দেশক হিসাবে গণ্য হইবে, যদি তাহা কোন ভৌগোলিক এরিয়ার সাথে সম্পর্কিত হয় এবং ক্ষেত্রমত, সেই দেশ, অঞ্চল অথবা এলাকা হইতে উৎপাদিত কোন বিশেষ পণ্যের উপর বা পণ্য সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় ।

(ত)"মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ Criminal Procedure Code, ১৮৯৮-এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট;

(থ) "মোড়ক (Package)" অর্থে যে কোন খাঁচা, বাক্স, ধারক, প্যাকেট, ভাঁজ করা কভার, রিসেপ্ট্যাকেল, ভেসেল, কাসকেট, বোতল, আচ্ছাদক, লেবেল, ব্যাণ্ড, টিকেট, রীল, ফ্রেম, ক্যাপসুল, ক্যাপ, ঢাকনা, ছিপি, ষ্টপার এবং কর্কও অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(দ) ট্রাইব্যুনাল' অর্থ নিবন্ধক অথবা তাঁহার অধীনস্থ কোন অফিসার অথবা ক্ষেত্রমত, যাহাতে কোন কার্যধারা বিবেচনাধীন আছে অনুরূপ কোন আদালত;

(ধ) "TRIPS Agreement" অর্থ মেধা সম্পদের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট দিকসমূহ সম্পর্কিত চুক্তি (Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property) -- যাহা ম্যারাকেশ(Marrakesh) -- এ ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৪ তারিখে সমাপ্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO) প্রতিষ্ঠাকারী চুক্তির এনেক্স-আইসি(Annex-IC)-তে অন্তর্ভুক্ত আছে;

(ন) কোন পণ্য সম্পর্কে "জেনেরিক নাম বা নির্দেশক " অর্থ পণ্যের এমন নাম, যাহা ঐ পণ্যটি প্রথমে যেখানে উৎপাদিত বা প্রস্তুত হইত সেই স্থান অথবা অঞ্চলের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইলেও ঐ জাতীয় পণ্যের সাধারণ নামে পরিণত হইয়াছে এবং ঐ পণ্যের উপাধি হিসাবে বা উহার প্রকার, প্রকৃতি, ধরন বা অন্যান্য গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে;

(প)"রেফারেন্স" (Reference) বলিতে কোন পণ্যের নাম, ঠিকানা, স্থান, চিহ্ন,ডিজাইন, ট্রেড মার্ক অথবা কোন পণ্য সম্পর্কে ব্যবহৃত অন্য কোন বিষয় বস্তুর বর্ণনা বা প্রতিছ্ব বুঝাইবে । উহা নিম্নে বর্ণিত কোন কিছুতেই দৃশ্যমান হউক বা না হউক–

(১) কোন কন্টেইনারের র‍্যাপিং অথবা লেবেল অথবা সরাসরি পণ্যের উপরে; অথবা

(২) পণ্যের পরিবহণ সংক্রান্ত যোগাযোগ বা ব্যবহার সংক্রান্ত কোন দলিলে;

অথবা

(৩) উক্ত পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পর্কে ।

(ফ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি ।

(ব) কোন পণ্য সম্পর্কে "ক্রয় বিক্রয়কারী"(Trader) অর্থ এমন কোন ব্যক্তি –

(১) যিনি বাংলাদেশে উক্ত পণ্য বিক্রয় করেন; অথবা

(২) যিনি অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য সরবরাহ করেন; অথবা

(৩) ডিলারসহ বিধিতে বর্ণিত অন্য কোন ব্যক্তি।

(ভ) কোন পণ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশক দ্বারা চিহ্নিত "সংশ্লিষ্ট পক্ষ" (Interested party) অর্থ কোন পণ্যের উৎপাদনকারী অথবা অনুরূপ উৎপাদনকারী বা ক্রেতা বিক্রেতাদের সমিতি বুঝাইবে।

(ম) "হাই কোর্ট বিভাগ" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কর্মভার যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং প্রশাসন

৩। **ভৌগোলিক নির্দেশক অনুবিভাগ।**--- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের The Patents and Designs Act, 1911 (১৯১১ সালের ২ নম্বর আইন) এর অধীনে একটি ভৌগোলিক নির্দেশক অনুবিভাগ থাকিবে, সেখানে এই আইনের অধীনে ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট সকল কার্যাবলী সম্পাদিত হইবে।

(২) নিবন্ধন ত্বরান্বিত করিবার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান বা স্থানসমূহে ভৌগোলিক নির্দেশক অনুবিভাগের এক বা একাধিক শাখা অফিস থাকিতে পারিবে এবং সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া এই সকল শাখা অফিসের আঞ্চলিক সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে ;

(৩) ভৌগোলিক নির্দেশক অনুবিভাগের একটি সীলমোহর থাকিবে, যাহার মার্জিনে 'ভৌগোলিক নির্দেশক' শব্দাবলী উৎকীর্ণ থাকিবে এবং এই সীলের ছাপযুক্ত থাকিবে যাহা বিচারিকভাবে গ্রাহ্য এবং সাক্ষী হিসাবে গৃহীত হইবে।

৪। **নিবন্ধক, উপ-নিবন্ধক এবং সহকারী নিবন্ধক নিয়োগ।**– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে The Patents and Designs Act, 1911-এর অধীনে নিযুক্ত নিবন্ধকই ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধক হইবেন।

(২) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী উপ-নিবন্ধক, সহকারী নিবন্ধক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
ভৌগোলিক নির্দেশক সুরক্ষা

৫। **ভৌগোলিক নির্দেশক সুরক্ষা**।-- (১) ভৌগোলিক নির্দেশক সুরক্ষিত হইবে কোন পণ্য সম্পর্কে এবং ক্ষেত্রমত, ইহা কোন দেশের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অথবা ঐ ভূখণ্ডের একটি অঞ্চল বা এলাকা সম্পর্কে হইবে।--

ক) এই আইনের অধীনে ভৌগোলিক নির্দেশকটি নিবন্ধিত হউক বা না হউক; এবং

খ) ইহা অন্য কোন ভৌগোলিক নির্দেশকের বিপরীতে যাহা আক্ষরিক অর্থে কোন দেশ, ভূ-খণ্ড, অঞ্চল বা এলাকায় উৎপন্ন হইলেও, জনগণের নিকট মিথ্যাভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, পণ্যটি অন্য দেশ, ভূখণ্ড, অঞ্চল বা এলাকা হইতে উৎপন্ন।

(২) নিবন্ধক ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে পণ্যের আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী পণ্যের শ্রেণী বিন্যাস করিবেন।

(৩) কোন পণ্য, যাহার ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন করিতে হইবে, কোন শ্রেণীভুক্ত হইবে অথবা উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন নির্দিষ্ট এলাকাভুক্ত হইবে এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, অথবা (৩) উপ-ধারায় প্রকাশিত পণ্যের অক্ষরানুক্রমিক সূচিতে কোন পণ্যের উল্লেখ না থাকিলে নিবন্ধক সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৪) নিবন্ধক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পণ্যের শ্রেণী বিন্যাসের অক্ষরানুক্রমিক সূচি প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৬। **সমনামীয় ভৌগোলিক নির্দেশক সুরক্ষা ও নিবন্ধন**।-- (১) এই আইনের অধীনে সমনামীয় ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধিত হইতে পারিবে।

(২) একই শ্রেণীভুক্ত পণ্যের সমনামীয় ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রতিটি পণ্যের উৎপাদকদের ন্যায্য মূল্যায়ন ও সুরক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) নিবন্ধক, যেভাবে বিবেচ্য সমনামীয় নির্দেশক অন্য সমনামীয় নির্দেশক হইতে আলাদা হিসাবে চিহ্নিত হইবে সেই বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবং যদি সন্তুষ্ট হন যে, সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদকদের ন্যায্য মূল্যায়ণ নিশ্চিত হইবে, অনুরূপ নিবন্ধনের ফলে ঐ পণ্যের ভোক্তাগণ বিভ্রান্ত বা প্রতারিত হইবেন না, তাহা হইলে এই আইনের অধীনে সমনামীয় ভৌগোলিক নির্দেশক
নিবন্ধক প্রদান করিবেন।

(৪) কোন সমনামীয় ভৌগোলিক নির্দেশকের সরল বিশ্বাসে সমকালীন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিবন্ধক বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া বিবেচ্য ভৌগোলিক নির্দেশক কী ভাবে অপর সমনামীয় নির্দেশক হইতে ভিন্ন সেই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। **কতিপয় ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন নিষিদ্ধ।**--- অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোন ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধিত হইবে না, যদি--

(ক) তাহা ২(১) ধারার সংজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় ; অথবা

(খ) ইহার ব্যবহার দ্বারা বিভ্রান্তি, প্রতারণা কিংবা ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে ; অথবা

(গ) ইহার ব্যবহার বাংলাদেশে প্রচলিত কোন আইনের পরিপন্থী হয় ; অথবা

(ঘ) ইহা জনশৃঙ্খলা অথবা নৈতিকতার পরিপন্থী হয় ; অথবা

(ঙ) ইহা এমন বিষয় সমন্বয়ে গঠিত হয় বা ইহাতে এমন কোন বিষয় থাকে, যাহাতে বাংলাদেশের কোন নাগরিকের ধর্মীয় সংবেদনশীলতায় আঘাত লাগিবার আশঙ্কা থাকে ; অথবা

(চ) ইহা অন্যভাবে আদালতের সুরক্ষালাভের অধিকার খর্ব করে; অথবা

(ছ) ইহা জেনেরিক নাম বা পরিচয় হিসাবে স্থিরীকৃত হয়, অথবা ইহা উৎস দেশে সংরক্ষিত না হয় বা সংরক্ষণের অধিকার হারায় অথবা সেই দেশে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে;

(জ) পণ্যের উৎস স্থল হিসাবে আক্ষরিকভাবে ভূখণ্ড, অঞ্চল বা এলাকার উল্লেখ সঠিক হইলেও, মিথ্যাভাবে প্রতিভাত হয় যে, পণ্যটির উৎস স্থল অন্যকোন ভূখণ্ড, অঞ্চল বা এলাকা।

ব্যাখ্যা : কোন নাম শ্রেণীগত (generic) নামে পরিণত হইয়াছে কিনা - সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পণ্যটির ভোক্তা এলাকা এবং যে অঞ্চল বা স্থানে নামটির উৎপত্তি উহার বিদ্যমান পরিস্থিতিসহ সকল দিক বিবেচনায় লইতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ভৌগোলিক নির্দেশকের নিবন্ধন ও মেয়াদকাল

৮। **নিবন্ধনের আবেদনের যোগ্যতা** । – (১) সংশ্লিষ্ট পণ্যের সাথে শর্তযুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি অনুরূপ পণ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন করিতে আগ্রহী হইলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন :

ক) বর্তমানে বিদ্যমান কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে গঠিত কোন সরকারী সংস্থা বা দল;

খ) দরখাস্তে বর্ণিত নির্দিষ্ট এলাকায় আইনানুগ প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারী হিসাবে কার্য পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান;

গ) কোন ব্যক্তিবর্গ বা উৎপাদকদের সমিতি;

ঘ) যে কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ।

(২) আবেদনকারীর সাধারণ বসবাস অথবা ব্যবসায়ের প্রধান স্থান বাংলাদেশের বাহিরে হইলে তিনি তাহার পক্ষে কাজ করিবার জন্য একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন যিনি --

ক) বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেন অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা;

খ) যাহা বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের অধীনে গঠিত; অথবা

গ) যিনি প্রধানতঃ বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং প্র্যাকটিস করেন ।

৯ । অনুমোদিত ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধন ।-- (১) ১১ ধারার বিধান সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের দল যাহারা নিজেদেরকে উৎপাদনকারী হিসাবে দাবী করেন এবং এই আইনের অধীনে কোন পণ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন করা হইয়াছে, তিনি বা তাহারা অনুরূপ ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কে নিজেকে অনুমোদিত ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন । অনুরূপভাবে কোন অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নিবন্ধন তাহার আবেদনের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে ।

(২) আবেদনের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য আবেদনের সহিত প্রয়োজনীয় দলিল এবং উপযুক্ত ফি দাখিল করিতে হইবে ।

(৩) এই অধ্যায়ের নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কিত বিধানাবলী (১) উপ-ধারায় বর্ণিত অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নিবন্ধনের আবেদন এবং নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সেইভাবে প্রযোজ্য যেভাবে উহা ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় ।

ক) আবেদন দাখিল এবং পরীক্ষা;

খ) আবেদন প্রত্যাখ্যান এবং গ্রহণ;

গ) আবেদনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার;

ঘ) নিবন্ধনের বিরোধিতা;

ঙ) আবেদনের সংশোধনীতে কোন পরিমার্জন বা ত্রুটি; এবং

চ) নিবন্ধন ।

১০। **ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের জন্য আবেদন।**--- (১) ব্যক্তিবর্গের বা উৎপাদনকারীগণের কোন সমিতি, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী, যাহা বর্তমানে প্রচলিত কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে গঠিত ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ফিসহ নিবন্ধক বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

(২) নির্ধাতি পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১)-এর অধীনে ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের আবেদন নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত আবেদনে থাকিবে --

(ক) আবেদন দাখিলকারী স্বাভাবিক ব্যক্তির বা আইনানুগ স্বত্ত্বার নাম, ঠিকানা এবং জাতীয়তা এবং তিনি যে ক্ষমতাবলে নিবন্ধনের আবেদন করিতেছেন তাহার বিবরণ;

(খ) যে পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের আবেদন করা হইয়াছে উহার বিবরণ;

গ) যে ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে সেই ভৌগোলিক এরিয়ার বিবরণ;

ঘ) যে পণ্যের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য তার বিবরণ;

ঙ) যাহার জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহৃত হইবে সেই পণ্যের গুণাবলী, সুনাম ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য; এবং

চ) বিধিতে বর্ণিত অন্যান্য তথ্যাদি।

(৩) উপধারা (১) এর অধীনে আবেদনের একটি বিবৃতি থাকিতে হইবে, যাহাতে থাকিবে–

(ক) ভৌগোলিক নির্দেশকটি কিভাবে পণ্যটিকে দেশের কোন ভূখণ্ড বা অঞ্চল বা এলাকা হইতে উৎপাদিত বলিয়া চিহ্নিত করিবে তাহার বিবরণ;

(খ) একান্ত ও অপরিহার্যভাবে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশ লভ্য পণ্যের সুনির্দিষ্ট গুণাবলী, সুনাম, কাঁচামালের গুণাগুণ অথবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যাহা প্রাকৃতিক বা মানবীয় উপাদান সমৃদ্ধ এমন বিষয়ের বর্ণনা;

(গ) উৎপাদনের পদ্ধতি, যাহার প্রক্রিয়াকরণ অথবা প্রস্তুতকরণ ঐ ভূখণ্ড, অঞ্চল অথবা এলাকায় সম্পন্ন হয়;

(ঘ) ভৌগোলিক এরিয়া এবং যে স্থান হইতে পণ্যটির উৎপত্তি অথবা যেখানে তৈরী হয়, দেশের সেই ভূখণ্ড অথবা অঞ্চল অথবা এলাকার মানচিত্র;

(ঙ) ভৌগোলিক নির্দেশকটির দৃশ্যমানতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী;

(চ) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের, যদি থাকে, সেই সব তথ্যাবলী সম্বলিত বিবৃতি, যাহা ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনকালে প্রারম্ভিকভাবে নিবন্ধনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল; এবং

(ছ) নির্ধারিত মতে অনুরূপ অন্যান্য তথ্যাবলী।

(৪) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, নিবন্ধক আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন অথবা তিনি চূড়ান্তভাবে অথবা যেমন প্রয়োজন মনে করেন, তদনুরূপ সংশোধন, পরিবর্ধন, শর্তাবলী অথবা সীমাবদ্ধতা, যদি থাকে, সাপেক্ষে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) আবেদন প্রত্যাখ্যান অথবা শর্ত সাপেক্ষে গৃহীত হইলে, নিবন্ধক লিখিতভাবে অনুরূপ প্রত্যাখ্যান বা শর্ত সাপেক্ষ গ্রহণের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার জন্য তিনি যে উপাদানগুলি ব্যবহার করিবেন তাহাও রেকর্ডভুক্ত করিবেন।

১১। **গৃহীত আবেদন প্রত্যাখ্যান**।---যখন, ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের কোন আবেদন গৃহীত হইবার পর, কিন্তু নিবন্ধনের পূর্বে, নিবন্ধক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে -

(ক) আবেদনটি ভুলক্রমে গ্রহণ করা হইয়াছে, অথবা

(খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনায় ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন সমীচীন হইবে না অথবা শর্ত সাপেক্ষে বা সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে অথবা যে শর্ত ও সীমাবদ্ধতামূলে আবেদন গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হইতে অতিরিক্ত ও ভিন্নতর শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে নিবন্ধন প্রদান সমীচীন;

আবেদনকারী চাহিলে শুনানী প্রদান করিয়া, তিনি উক্ত আবেদন গ্রহণ প্রত্যাহারপূর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ নিবেন, যেন উক্ত আবেদন আদৌ গ্রহণ করা হয় নাই।

১২। **আবেদনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার** ।– ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের আবেদন পরীক্ষার পর নিবন্ধক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনটি সকল শর্ত পূরণ করিয়াছে এবং উহা জনশৃংখলা ও নৈতিকতার পরিপন্থী নহে এবং উহা নাগরিকদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করে না, তাহা হইলে তিনি আবেদনটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের বিরোধিতার আহ্বান জানাইয়া বিধি মোতাবেক উহার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

১৩। **নিবন্ধনের বিরোধিতা**।--- (১) বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, নিবন্ধক বরাবর ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের বিরোধিতা করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) বিরোধিতার আবেদনে বিরোধিতার যুক্তিগুলি প্রকাশ করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে যে, ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের আবেনটি –

(ক) এই আইনের অধীনে 'ভৌগোলিক নির্দেশক' সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না;

(খ) জনশৃংখলা বা নৈতিকতার পরিপন্থী বা জনগণের বিশ্বাসকে আহত করে;

(গ) উৎস দেশে সুরক্ষিত না হয় অথবা সুরক্ষার অধিকার হারায়; অথবা

(ঘ) উৎস দেশে অপ্রচলিত হইয়া পড়ে।

১৪। পাল্টা আপত্তি এবং আবেদনকারীর জবাব।– (১) নিবন্ধক বিরোধিতার নোটিশের একটি কপি আবেদনকারীর উপর জারী করিবেন;

(২) কপি প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে আবেদনকারী নিবন্ধক বরাবর জবাব বা তিনি যে যে কারণে তাহার আবেদন সমর্থন করেন তাহা উল্লেখপূর্বক একটি পাল্টা-বিবৃতি প্রেরণ করিতে পারিবেন;

(৩) আবেদনকারী পাল্টা বিবৃতি প্রেরণ করিলে নিবন্ধক উহার কপি বিরোধিতার নোটিশ প্রদানকারী ব্যক্তির উপর জারী করিবেন;

(৪) বিরোধিতাকারী ও আবেদনকারী কোন সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তাহা নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিবেন এবং তাহারা চাহিলে নিবন্ধক তাহাদের শুনানীর সুযোগ দিবেন।

(৫) নিবন্ধক, পক্ষগণকে শ্রবণ করিয়া এবং প্রমাণাদি পরীক্ষা করিয়া নিবন্ধনের অনুমতি দেওয়া হইবে কিনা কিংবা কি কি শর্তাধীনে বা বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, যদি থাকে, দেওয়া হইবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন।

(৬) আবেনকারী উপধারা (২)-এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে বা নিবন্ধক কর্তৃক বর্ধিত অতিরিক্ত অনধিক এক মাস সময়ের মধ্যে বিরোধিতার জবাব প্রদানে ব্যর্থ হইলে, তিনি নিবন্ধনের আবেদন পরিত্যাগ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে।

১৫। আবেন গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।– ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের আবেদন চূড়ান্তভাবে বা শর্ত সাপেক্ষে গৃহীত হইলে গ্রহণের পর যথাশীঘ্র শর্ত বা বিধি নিষেধ (যদি থাকে) সহ বিধি মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাইবেন।

১৬। ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন।--- (১) ধারা ১১ এর বিধান সাপেক্ষে যখন ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের আবেদন গৃহীত হইবে, সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে নিবন্ধক আবেদনে বর্ণিত ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনবহির্ভুক্ত করিবেন। ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের আবেদন দাখিলের তারিখই নিবন্ধনের তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন হইলে নিবন্ধক নির্ধারিত ফরম-এ প্রত্যেক আবেদনকারীকে, ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের সীলসহ নিবন্ধনের সার্টিফিকেট জারী করিবেন।

(৩) আবেদনকারীর ত্রুটির কারণে আবেদনের তারিখ হইতে ১২ (বার) মাসের মধ্যে ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন চূড়ান্ত না হইলে নিবন্ধক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে নোটিশ দিয়া নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে উহা সমাপ্ত না হইলে ঐ আবেদন পরিত্যাক্ত বলিয়া গণ্য করিতে পারিবেন।

১৭। ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন বহি, জাবেদা নকল এবং প্রকাশনা।– (১) নিবন্ধক 'ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন বহি' নামে একটি নিবন্ধন বহি রাখিবেন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন যাহাতে নিবন্ধকের বিবেচনানুসারে সকল উপযুক্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকিবে;

(২) বিধি নির্ধারিত ফরমে ও বস্তুতে নিবন্ধন বহি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে;

(৩) বিধি নির্ধারিত সময়ে শর্ত সাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য নিবন্ধন বহি উন্মুক্ত থাকিবে;

(৪) নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফি প্রদানপূর্বক যে কোন ব্যক্তি আবেদন করিলে নিবন্ধক নিবন্ধন বহির কোন উদ্ধৃতাংশ বা ভুক্তির জাবেদা নকল তাহার সীলসহ সরবরাহ করিবেন;

(৫) নিবন্ধক এই আইনের অধীন সকল প্রকাশনা জার্নালে প্রকাশ করিবেন;

(৬) এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত নিবন্ধন সনদ উক্ত সনদে বিবৃত বিষয়বস্তু এবং নিবন্ধনের বৈধতার প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৮। আবেদন শুদ্ধিকরণ এবং সংশোধন।– নিবন্ধক এই আইনের ১০ ধারার অধীন নিবন্ধনের আবেদন গৃহীত হইবার আগে অথবা পরে অনুবাদ বা প্রতিলিপিতে যে কোন ত্রুটি, তাহার নিকট দাখিলকৃত আবেদন বা দলিলে যে কোন কারণিক ত্রুটি বা ভুল অথবা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক লিপিবদ্ধকৃত কিছু শুদ্ধিকরণ বা সংশোধন করিতে অথবা করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

১৯। নিবন্ধন বহি শুদ্ধিকরণ।---অনুমোদিত ব্যবহারকারী কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করা হইলে নিবন্ধক --

ক) নিবন্ধন বহিতে কোন ভৌগোলিক নির্দেশক-এর অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নাম, ঠিকানা অথবা বিবরণীর কোন ভুল অথবা ভৌগোলিক নির্দেশকের কোন তথ্য শুদ্ধ করিতে পারিবেন।

খ) ক্ষেত্রমত ব্যক্তিবর্গের বা উৎপাদনকারীদের সমিতি অথবা কোন সংস্থার বা কর্তৃপক্ষের, যিনি নিবন্ধন বহিতে কোন ভৌগোলিক নির্দেশকের অনুমোদিত ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধিত আছেন তাহার নাম, ঠিকানা অথবা বিবরণীতে যে কোন পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

গ) নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক-এর এন্ট্রি বাতিল করিতে পারিবেন।

ঘ) নিবন্ধন বহিতে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসাবে নিবন্ধিত আছে এরূপ পণ্যসমূহ হইতে যে কোন পণ্য বাদ দিতে পারিবেন,

এবং উহার অনুবৃত্তিক্রমে নিবন্ধন সার্টিফিকেটে যে কোন সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে তাহার নিকট সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন সার্টিফিকেট দাখিলের জন্য বলিতে পারিবেন।

২০। **নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক পরিবর্তন**।--- (১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক-এর নিবন্ধিত অনুমোদিত ব্যবহারকারী, নির্ধারিত পদ্ধতিতে বস্তুগতভাবে পরিচিতি ব্যাহত না করিয়া কোন ভৌগোলিক নির্দেশকে কোন কিছু যুক্ত করিবার অথবা পরিবর্তন করিবার অনুমতি চাহিয়া নিবন্ধক বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন এবং নিবন্ধক, তাঁহার বিবেচনামতে, অনুমতি না মঞ্জুর করিতে অথবা শর্ত ও বিধি নিষেধ সাপেক্ষে অনুমতি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(২) নিবন্ধক, তাঁহার নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রচার প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, এই ধারার অধীনে প্রাপ্ত আবেদন নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিজ্ঞাপিত করাইতে পারিবেন এবং যখন তিনি তাহা করেন, তখন কোন ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনের বিরোধিতা করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধক বরাবর নোটিশ প্রদান করিলে, নিবন্ধক প্রয়োজনে পক্ষগুলিকে শ্রবণ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীনে অনুমতি মঞ্জুর করা হইলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবর্তিত আকারে ভৌগোলিক নির্দেশকটির বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে, যদি না উপ-ধারা (২)-এর অধীনে ইতিপূর্বেই আবেদনটির বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়া থাকে।

২১। **নিবন্ধনের মেয়াদ নবায়ন, অপসারণ ও নিবন্ধন পুনর্বহাল**।--- (১) এই আইনের অধীনে বাতিল বা অন্যভাবে অবৈধ না হওয়া পর্যন্ত ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন বৈধ থাকিবে।

(২) অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে, ১০(দশ) বছর অথবা অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নিবন্ধনের মেয়াদ যে তারিখে উত্তীর্ণ হইবে, এই দুইটির মধ্যে যাহা আগে ঘটিবে।

(৩) নিবন্ধক নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদিত ব্যবহারকারী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফি প্রদান করিয়া মূল নিবন্ধনের মেয়াদ সমাপ্ত হইবার তারিখ হইতে অথবা নিবন্ধনের শেষ নবায়নের মেয়াদের তারিখ হইতে ১০(দশ) বছরের জন্য নিবন্ধন নবায়ন করিবেন(যে তারিখে এই ধারায় শেষ নিবন্ধন সমাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে)।

(৪) অনুমোদিত ব্যবহারকারীর শেষ নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধক অনুমোদিত ব্যবহারকারীকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, ফি প্রদানের শর্তাবলী ও অন্যান্য বিষয়াদি, যাহা দ্বারা নিবন্ধন নবায়ন করা যাইতে পারে ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া নোটিশ প্রেরণ করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময় শেষ হইলেও ঐ শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করা না হইলে নিবন্ধক নিবন্ধন বহি হইতে ঐ অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নাম কর্তন করিতে পারিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধক নিবন্ধন বহি হইতে অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নাম কর্তন করিবেন না, যদি নির্ধারিত ফরম-এ আবেদন করা হয় এবং অনুমোদিত ব্যবহারকারীর শেষ নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ছয় মাসের মধ্যে নির্ধারিত ফি ও সারচার্জ প্রদান করা হয়, এবং তাহা হইলে নিবন্ধক উপ-ধারা (৩) এর অধীনে অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নিবন্ধন দশ বছরের জন্য নবায়ন করিবেন।

(৫) নির্ধারিত ফি প্রদান না করায় নিবন্ধন বহি হইতে কোন অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নাম কর্তন হইলে, নিবন্ধক, অনুমোদিত ব্যবহারকারীর শেষ নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ছয় মাস পরে তবে এক বছরের মধ্যে নির্ধারিত ফরম-এ আবেদন প্রাপ্ত হইলে এবং ফি প্রদান করা হইলে, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ইহা করা সমীচীন, তিনি নিবন্ধন বহিতে অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নাম পুনর্বহাল করিবেন এবং,শেষ নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর দশ বছরের জন্য- সাধারণভাবে বা শর্ত বা বাধা নিষেধ সাপেক্ষে, নিবন্ধন নবায়ন করিবেন।

(৬) নবায়ন ফি পরিশোধে ব্যর্থতা বা যে কোন কারণে নিবন্ধন বহি হইতে ভৌগোলিক নির্দেশক কর্তন করা হইলে, তাহা সত্ত্বেও, কর্তনের তারিখের পর এক বছরের মধ্যে অপর ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের আবেদন করা হইলে, নিম্নোক্ত যে কোন কারণে ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট না হইলে ধরিয়া লওয়া হইবে যে, পূর্ব হইতেই ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন বহিতে নির্দেশকটি রহিয়াছে, যথা:--

(ক) কর্তনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই বছরের মধ্যে ভৌগোলিক নির্দেশকটির প্রকৃত বাণিজ্যিক ব্যবহার ছিল না;

অথবা

(খ) কর্তনকৃত ভৌগোলিক নির্দেশক-এর পূর্ব-ব্যবহারজনিত কারণে কোন ভৌগোলিক নির্দেশক-এর ব্যবহার -- যাহা নিবন্ধনের আবেদনের বিষয়বস্তু -- কোন প্রতারণা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই।

২২। **নিবন্ধন সূত্রে প্রদত্ত অধিকার**।--- (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন বৈধ হইলে উহা অনুমোদিত ব্যবহারকারীকে নিম্নবর্ণিত অধিকার প্রদান করিবে --

(ক) এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘনের জন্য প্রতিকার পাইবার অধিকার;

(খ) যে পণ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধিত হইয়াছে সেই পণ্য সম্পর্কে ঐ ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করিবার অধিকার।

(২) উপ-ধারার (১) (খ) দফায় প্রদত্ত ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহারের অধিকার নিবন্ধনের সহিত সংযুক্ত শর্তাদি ও বিধি-নিষেধ সাপেক্ষ হইবে।

(৩) যখন অভিন্ন বা পরস্পর প্রায় একই রকম কিছু ভৌগোলিক নির্দেশকের দুই বা ততোধিক অনুমোদিত ব্যবহারকারী থাকেন তখন তাহাদের যে কোন একজন ঐসব ভৌগোলিক নির্দেশক বা তাহার যে

কোন একটির এককভাবে ব্যবহারের অধিকার শুধু ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের দরুণ অর্জন করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইবে না; (নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ শর্তাদি ও বিধি নিষেধ সাপেক্ষে) বরং ঐ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেই অন্য সকলের বিরুদ্ধে একই সমান অধিকার ভোগ করিবেন, তিনি একক অনুমোদিত ব্যবহারকারী হইলে যেমন অধিকার পাইতেন।

পঞ্চম অধ্যায়

নিবন্ধকের ক্ষমতাবলী

২৩। নিবন্ধন বাতিল ও পরিমার্জন।– (১) যে কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধক বরাবর এই মর্মে আবেদন করিতে পারিবে যে,

ক) এই আইনে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য পূরণ না করায় কোন ভৌগোলিক নির্শেকের নিবন্ধন বাতিল করা হউক; অথবা

খ) নিম্নোক্ত যুক্তিতে কোন ভৌগোলিক নির্শেকের নিবন্ধন পরিমার্জন করা হউক–

(অ) কারণ নিবন্ধনে বর্ণিত ভৌগোলিক এরিয়ার সহিত 'ভৌগোলিক নির্দেশক'-এর মিল নাই; অথবা

(আ) যে পণ্যে নির্দেশকটি প্রযুক্ত হইবার কথা বা নির্দেশকটি পণ্যটির যে গুণাবলী, সুনাম বা বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বাস্তবে তাহা অনুপস্থিত বা সন্তোষজনক নহে;

(২) এই ধারার অধীন কার্যধারায় নিবন্ধন বাতিল বা পরিমার্জনের অনুরোধ সম্বলিত নোটিশ –

ক) যিনি ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের আবেদন দাখিল করিয়াছেন সেই ব্যক্তি বা তাহার স্বত্বের উত্তরসূরীর উপর জারী করিতে হইবে; এবং

খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রকাশনা করাইয়া, ভৌগোলিক নির্দেশকটি ব্যবহারের অধিকারী সকলের জন্য প্রাপ্তিযোগ্য করিতে হইবে।

(৩) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ এবং অন্য যে কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিবন্ধক কর্তৃক ধার্যকৃত নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধকের অধীন চলমান কোন কার্যধারায় পক্ষভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন, যাহাতে নিবন্ধক সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, কোন ভৌগোলিক নির্দেশকের নিবন্ধন বাতিল বা পরিমার্জন করা হইবে কিনা।

(৪) উপধারা (৩) এর অধীনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর দুইমানের মধ্যে নিবন্ধক তাহার সিদ্ধান্তের অনকুলে যুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ আকারে প্রস্তুত করিবেন।

(৫) উপধারা (৩) এর অীনে নিবন্ধক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের দ্বারা সংক্ষুব্ধ যে কোন ব্যক্তি দুই মাসের মধ্যে আপীল বোর্ডে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্যে নিবন্ধক ট্রাইব্যুনাল হিসাবে কাজ করিবেন।

২৪। সময় বর্ধিতকরণ ।– এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিতে কোন কাজ বা বিষয় যে সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন করিবার বিধান রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিবন্ধকের নিকট লিখিত আবেদন করা হইলে এবং তিনি পরিস্থিতি যৌক্তিক মর্মে সন্তুষ্ট হইবে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে অথবা পরে সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আইনানুগ কার্যধারা

২৫। আপীল বোর্ড গঠন ।– সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহার বিবেচনানুযায়ী জনবল লইয়া এই আইন বা তদধীনে প্রদত্ত অধিক্ষেত্র, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য মেধা সম্পদ আপীল বোর্ড নামে একটি আপীল বোর্ড গঠন করিবেন।

২৬। আপীল বোর্ডে আপীল দায়ের ।-- (১) এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধির অধীনে, নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি তাহাকে অনুরূপ আদেশ বা সিদ্ধান্ত অবহিত করিবার তারিখ হইতে ২(দুই) মাসের মধ্যে আপীল বোর্ডে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এ নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পর কোন আপীল গ্রহণ করা হইবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, আপীলকারী যদি আপীল বোর্ডকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে না পারিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পরও আপীল গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) নির্ধারিত ফরম-এ আপীল বোর্ডে আপীল দায়ের করিতে হইবে এবং উহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষিত হইতে হইবে; যে আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে-- উহার অনুলিপি সাথে দিতে হইবে এবং নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

২৭। জেলা আদালতের এক্তিয়ার বারিত ।--- ২৬ ধারার (১) উপ-ধারায় বর্ণিত বিষয়ে কোন জেলা আদালত বা অপর কোন কর্তৃপক্ষের কোন এক্তিয়ার, ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থাকিবে না ।

২৮। আপীল বোর্ডের কার্যপদ্ধতি ।---ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯-এর ৯৬ ধারার কার্যপদ্ধতি এই আইনের অধীনে আপীল বোর্ডের কার্যাবলী সম্পাদনে একইভাবে প্রযোজ্য হইবে, যেমনটা উহা ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯-এর অধীনে জেলা আদালতে লঙ্ঘনের বিচারিক কার্য সম্পাদনে প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

২৯। **আপীল বোর্ডে পরিমার্জনের আবেদন দাখিলের পদ্ধতি।**--- (১) আপীল বোর্ডে নিবন্ধন বহি পরিমার্জনের আবেদন ২৬ ধারার অধীনে নির্ধারিত ফরম-এ দাখিল করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীনে কোন নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত আপীল বোর্ডের প্রতিটি আদেশ বা রায়ের জাবেদা নকল আপীল বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধককে সরবরাহ করিতে হইবে। নিবন্ধক বোর্ডের আদেশ কার্যকর করিবেন এবং নির্দেশিত হইলে আদেশ মোতাবেক নিবন্ধন বহির কোন এন্ট্রি সংশোধন বা পরিমার্জন করিবেন।

(৩) আপীল বোর্ড সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে শুনানীর সুযোগ না দিয়া এবং উহার সম্মুখে প্রদত্ত সাক্ষীর জবানবন্দী, সাক্ষ্য, দলিল পত্র, তথ্যাদি-বিবেচনা না করিয়া কোন আবেদন নিষ্পত্তি করিবে না।

৩০। **জেলা আদালতে আপীল।**-- (১) ধারা ২৬ এর (৩) উপধারায় প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের দই মাসের মধ্যে জেলা আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

আদালত শুনানী অন্তে আদেশ দিতে পারিবে যে--

(ক) ভৌগোলিক নির্দেশকটি নিবন্ধন করা হউক; বা

(খ) ভৌগোলিক নির্দেশকটি এইরূপ পরিবর্তন সাপেক্ষে নিবন্ধন করা হউক যাহা কোনভাবেই ভৌগোলিক নির্দেশকটির পরিচিতি বস্তুগতভাবে ব্যাহত করিবে না; অথবা

(গ) ভৌগোলিক নিবন্ধকটি নিবন্ধন না করা হউক।

(২) আদালত উপধারা (১) (ক) বা (১) (খ)-এর অধীনে আদেশ প্রদান করিলে নিবন্ধক ভৌগোলিক নির্দেশকটি নিবন্ধন বহিভুক্ত করিবেন এবং নির্ধারিত ফরমে আবেনকারীকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন।

৩১। **হাইকোর্ট বিভাগে আপীল।**-- জেলা আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি জেলা আদালতের সিদ্ধান্ত প্রদানের তিন মাসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আপীল নিষ্পত্তি করিবে।

৩২। **বিচারিক কার্যধারায় নিবন্ধকের হাজির হইবার অধিকার।**--- (১) নিবন্ধক নিম্নবর্ণিত কার্যধারায় হাজির হইবার এবং বক্তব্য দিবার অধিকারী হইবেন --

(ক) আপীল বোর্ডের কোন আইনগত কার্যধারায় প্রার্থীত প্রতিকারের মধ্যে নিবন্ধন বহিতে কোন পরিবর্তন বা পরিমার্জনের আবেদন থাকিলে অথবা উহাতে ভৌগোলিক নির্দেশক অনুবিভাগের কোন প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপিত হইলে ;

(খ) ভৌগোলিক নির্দেশক অথবা অনুমোদিত ব্যবহারকারী নিবন্ধনের আবেদন সম্পর্কে নিবন্ধকের কোন আদেশের বিরুদ্ধে বোর্ডে কোন আপীলের ক্ষেত্রে ---

(অ) যেখানে আবেদনের বিরোধিতা করা হয় নাই এবং আবেদনটি নিবন্ধক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে অথবা কোন সংশোধনী, শর্তাবলী বা বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে তৎকর্তৃক গৃহীত হইয়াছে; অথবা

(আ) যেখানে আবেদনের বিরোধিতা করা হইয়াছে এবং নিবন্ধক মনে করেন যে, জনস্বার্থে তাহার হাজির থাকা প্রয়োজন;

এবং বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত হইলে নিবন্ধক যে কোন মামলায় হাজির থাকিবেন।

(২) আপীল বোর্ড ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে, নিবন্ধক, হাজির হইবার পরিবর্তে লিখিত ও স্বাক্ষরিত বক্তব্য পেশ করিতে পারিবেন। লিখিত বক্তব্যে থাকিবে তাহার বিবেচনায় কার্যধারার জন্য উপযুক্ত, বিচার্য বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী, অথবা তাহার প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্তের ভিত্তিসমূহ, অথবা একই জাতীয় মামলা হইলে ভৌগোলিক নির্দেশক অনুবিভাগের প্রথা সম্পর্কিত তথ্য, অথবা বিচার্য বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য এবং নিবন্ধক হিসাবে যাহা তাহার জানা আছে এবং অনুরূপ বক্তব্য কার্যধারায় সাক্ষ্য হইবে।

৩৩। **আপীল বোর্ডের কার্যধারায় নিবন্ধকের খরচ**।--- এই আইনের অধীনে আপীল বোর্ডের সকল কার্যধারায় নিবন্ধকের খরচ বোর্ডের ইচ্ছাধীন থাকিবে; তবে নিবন্ধককে কোন পক্ষের খরচ বহনের আদেশ দেওয়া যাইবে না।

৩৪। **নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘনের কার্যধারা ও প্রতিকার**।--- (১) কোন নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘিত হইবে, যদি অনুমোদিত ব্যবহারী না হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি --

(ক) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক এমনভাবে ব্যবহার করেন যে, অনুরূপ ভৌগোলিক নির্দেশক যে কোন উপায়ে কোন পণ্যের নামে বা উপস্থাপনে এমন ইঙ্গিত বা ধারণা প্রদান করে যে পণ্যটি প্রকৃত উৎপত্তি স্থল হইতে ভিন্ন ভৌগোলিক এলাকায় উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহা এমনভাবে তুলিয়া ধরা হয় যে, মানুষ পণ্যটির ভৌগোলিক উৎসস্থল সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয় ; অথবা

(খ) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক এমনভাবে ব্যবহার করেন যে উহা অন্যায় প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে এবং কোন নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক চালাইয়া দেওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা-- ১ : এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "অন্যায় প্রতিযোগিতামূলক কাজ" বলিতে এমন প্রতিযোগিতামূলক কাজ বুঝায় যাহা শিল্প বা বাণিজ্য ক্ষেত্রে সৎ আচরণের পরিপন্থী।

ব্যাখ্যা-- ২ : সন্দেহ নিরসনকল্পে, এখানে পরিস্কারভাবে বলা হইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত কাজগুলি অন্যায় প্রতিযোগিতামূলক কাজ বলিয়া গণ্য হইবে। যথা :

(অ) এই ধরণের সকল কাজ যাহা যে কোন উপায়ে কোন প্রতিযোগীর কোন পণ্য বা শিল্প সম্পর্কিত বা বাণিজ্যিক কার্যাবলী সম্পর্কে সংস্থাপনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে;

(আ) ব্যবসা পরিচালনাকালে এমন ধরণের মিথ্যা অভিযোগ উথাপন যাহা কোন প্রতিযোগীর প্রতিষ্ঠান, পণ্য বা শিল্প সম্পর্কিত বা বাণিজ্যিক কার্যাবলীর সুনাম ক্ষুন্ন করিতে পারে;

(ই) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক, ব্যবসা চলাকালে যাহার ব্যবহার কোন পণ্যের পরিমাণ বা উদ্দেশ্যের সাথে সাযুজ্যতা, বৈশিষ্ট্য, প্রস্তুত প্রক্রিয়া, ধরণ প্রভৃতি বিষয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করিতে পারে;

(গ) পণ্যে অন্য ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করেন, যাহা আক্ষরিকভাবে পণ্যটির উৎপত্তির ভূখণ্ড, অঞ্চল বা এলাকা হিসাবে সঠিক, কিন্তু মানুষকে মিথ্যাভাবে এমন ধারণা দেয় যে, পণ্যটির উৎপত্তি সেই ভূখণ্ড, অঞ্চল, বা এলাকায় যাহার সহিত ঐ নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশকটি সংশ্লিষ্ট।

(২) কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের অধীনে কোন পণ্য সম্পর্কে নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক-এর অনুমোদিত ব্যবহারকারী নন, তিনি যদি ঐ জাতীয় পণ্যে অন্য কোন ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করেন এবং পণ্যটির উৎপত্তি ঐ অন্য ভৌগোলিক নির্দেশককে নির্দেশিত স্থানে না হয়, অথবা তিনি ঐ পণ্যে সঠিক উৎপত্তিস্থল উল্লেখ করিয়াই অন্য ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করেন, অথবা প্রকৃত উৎপত্তিস্থলের নামের অনুবাদ করিয়া অপর ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করেন অথবা 'অমুকের মত', 'অমুক রীতি', 'অমুকের অনুরূপ' বা অনুরূপ ভাবপ্রকাশক শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি ঐ নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হইবেন।

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন পণ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধিত হইলে, তাহা যদি উক্ত ভৌগোলিক নির্দেশক-এর অনুমোদিত ব্যবহারকারী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক আইনগতভাবে অর্জিত হয়, তাহা হইলে এইরূপ ব্যবহারকারী কর্তৃক ঐ পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ বা প্যাকেটজাতকরণসহ পরবর্তী ব্যবসায়িক লেনদেন, বাজারজাতকরণের পর পণ্যের মান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্র ব্যতীত, ঐ ভৌগোলিক নির্দেশক -এর লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৪) (১) যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি অথবা উৎপাদনকারী বা ভোক্তা গ্রুপ কোন ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয় প্রতিরোধের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে --

(ক) পণ্যের নামকরণ বা উপস্থাপনায় এমন পদ্ধতি ব্যবহার যাহা এমন ইঙ্গিত বা ধারণা দেয় যে বিবেচ্য পণ্যটি উহার প্রকৃত উৎপত্তি স্থান হইতে ভিন্ন কোন ভৌগোলিক এলাকায় উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহা এমনভাবে করা হয় যে, তাহা মানুষকে পণ্যটির ভৌগোলিক উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রদান করে; অথবা

(খ) যে কোন ব্যবহার (use) যাহা প্যারিস কনভেনশনের ১০ (bis) অনুচ্ছেদের অর্থানুসারে (meaning) একটি অন্যায় প্রতিযোগিতামূলক কাজ।

(২) এই ধারার অধীন মামলায় আদালত নিষেধাজ্ঞা জারীসহ ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং অপর যে কোন উপযুক্ত দেওয়ানী প্রতিকার প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) অনিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘন প্রতিরোধের জন্য অথবা লঙ্ঘনজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য কেহই কোন মামলা রুজু করিতে পারিবে না।

(৬) এই আইনের কোন কিছুই কোন পণ্যকে অন্যের পণ্য হিসাবে চালাইয়া দেওয়ার জন্য বা উহার প্রতিকারের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার ব্যাহত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩৫। স্বত্ব নিয়োগ বা হস্তান্তর ইত্যাদি নিষিদ্ধ।---বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত কোন অধিকার, স্বত্ব নিয়োগ, হস্তান্তর, অনুমতি প্রদান (লাইসেন্সিং) জামানত, মর্গেজ অথবা অনুরূপ কোন চুক্তির বিষয়বস্তু হইবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন অনুমোদিত ব্যবহারকারীর মৃত্যু হইলে নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশকে তাহার অধিকার বিদ্যমান আইন অনুযায়ী তাহার স্বত্বের উত্তরাধিকারীর উপর বর্তাইবে।

৩৬। ভৌগোলিক নির্দেশক ট্রেডমার্ক হিসাবে নিবন্ধন নিষিদ্ধ।---ট্রেডমার্ক আইন,২০০৯ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ট্রেডমার্ক নিবন্ধক স্বয়ং অথবা কোন আগ্রহী দলের অনুরোধে কোন ট্রেডমার্কের নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করিতে পারিবেন, যদি---

(ক) ট্রেডমার্কটি এমন কোন পণ্য বা সেবার ভৌগোলিক নির্দেশক সম্বলিত হয় যে, ভৌগোলিক নির্দেশকে যাহা নির্দেশ করা হইয়াছে দেশের সেই ভূখণ্ড অথবা অঞ্চল অথবা সেই ভূখণ্ডের কোন অঞ্চল হইতে উৎপন্ন নহে, এবং উক্ত পণ্য বা সেবাটি যদি এইরূপ ভৌগোলিক নির্দেশক উক্ত পণ্য বা সেবার ট্রেডমার্ক-এ ব্যবহার এমন ধরণের হয় যে মানুষ উক্ত পণ্য বা সেবার প্রকৃত উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে বিভ্রান্ত হইতে বা ভুল বুঝিতে পারেন।

(খ) সরকার প্রয়োজন মনে করিলে কতিপয় পণ্যকে অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদানের জন্য সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সেই সব পণ্যের সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে পণ্যের নাম উল্লেখ করিতে পারিবে।

৩৭। কতিপয় ট্রেডমার্ক সংরক্ষণ।--- (১) যে ক্ষেত্রে কোন ট্রেডমার্ক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক সম্বলিত হয় এবং নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে অথবা বর্তমানে প্রচলিত ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসে নিবন্ধিত হইয়াছে, অথবা অনুরূপ ট্রেডমার্কের উপর অধিকার সরল বিশ্বাসে ব্যবহারের দ্বারা অর্জিত হইয়াছে এবং ইহা হইয়াছে---

(ক) এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে ; অথবা

(খ) এই আইনের অধীনে ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের আবেদন দাখিলের তারিখের পূর্বেই।

ঐ ট্রেড মার্ক উক্ত ভৌগোলিক নির্দেশক-এর সাথে অভিন্ন বা একই রকম এই অজুহাতে এই আইনে থাকা কোন কিছুই বর্তমানে প্রচলিত ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত কোন আইনের অধীনে অনুরূপ ট্রেডমার্কের নিবন্ধনযোগ্যতা বা বৈধতা অথবা ব্যবহারের অধিকারকে ক্ষুন্ন করিবে না।

(২) এই আইনে থাকা কোন কিছু কোনভাবেই কোন পণ্যের ব্যবসা পরিচালনাকালে সেই ব্যক্তির নাম অথবা সেই ব্যক্তির ব্যবসায়িক পূর্বসুরীর নাম ব্যবহারের অধিকারকে ক্ষুন্ন করিবে না, যদি না সেই নাম এমনভাবে ব্যবহার হয় যাহাতে মানুষ বিভ্রান্ত হইতে বা ভুল বুঝিতে পারে।

(৩) ট্রেড মার্ক আইন, ২০০৯ অথবা এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোন ট্রেড মার্কস-এর ব্যবহার বা রেজিস্ট্রেশন এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘন করিলে বিষয়টি এই আইনের অধীনে উক্ত ভৌগোলিক নির্দেশকের নিবন্ধিত অনুমোদিত ব্যবহারকারী কর্তৃক অবহিত হইবার তারিখ হইতে অথবা ট্রেডমার্কটি ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে নিবন্ধিত হইবার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইবার পর ঐ ট্রেডমার্ক ব্যবহার বা নিবন্ধন সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না; তবে শর্ত থাকে যে, ট্রেডমার্কটি ট্রেডমার্ক আইন,২০০৯ অথবা উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা ঐ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হইতে হইবে, এবং ঐ তারিখটি অনুমোদিত ব্যবহারকারী কর্তৃক লঙ্ঘনের বিষয়টি অবহিত হইবার তারিখের পূর্বে হইবে এবং ভৌগোলিক নির্দেশকটি অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা নিবন্ধিত হইবে না।

৩৮। খরচের আদেশ দানের ক্ষমতা।— (১) এই আইনের অধীনে নিবন্ধকের নিকট সকল কার্যধারায়, নিবন্ধক যে কোন পক্ষকে তাহার বিবেচনামতে উপযুক্ত খরচ প্রদানের আদেশ দিতে পারিবেন;

(২) নিবন্ধক আদিষ্ট খরচ পরিশোধিত না হইলে আদালতের মাধ্যমে, যে পক্ষের অনুকূলে খরচের আদেশ হইয়াছিল তাহার অনুকূলে, পরিশোধ্য দেনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৩৯। খরচের জামানত।— (১) বাংলাদেশে বসবাস বা ব্যবসা পরিচালনা করেন না এইরূপ কোন ব্যক্তি আইনের ধারা ১৪ এর অধীন বিরোধিতার নোটিশ বা বিরোধিতার নোটিশের জবাব প্রদান করিলে নিবন্ধক তাহার নিকট বিবেচনাধীন কার্যধারায় অনুরূপ নোটিশ বা জবাব দাখিলকারীকে খরচ বাবদ জামানত দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে খরচ বাবদ জামানত জমা প্রদান না করিলে নিবন্ধক বিরোধিতার নোটিশ বা আবেদনকে পরিত্যক্ত গণ্য করিতে পারিবেন।

(৩) খরচ বাবদ জামানত ক্ষেত্রমত কার্যধারার প্রদেয় খরচের অংশ হিসাবে অথবা ফেরতযোগ্য হিসাবে গণ্য হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

অপরাধ, দণ্ড এবং পদ্ধতি

৪০। **ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহারের অর্থ**।---(১) কোন ব্যক্তি পণ্যে ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি তিনি ---

(ক) ঐ পণ্যে উহা ব্যবহার করেন; অথবা

(খ) কোন মোড়কে উহা ব্যবহার করেন -- যাহার মধ্যে বা যাহার সাথে পণ্য বিক্রয় হয় অথবা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত হয়, অথবা বিক্রয়ের জন্য বা কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বা তৈরীকরণের জন্য আয়ত্তে রাখেন ; অথবা

(গ) বিক্রয় হয় বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত হয় অথবা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বা তৈরীকরণের জন্য আয়ত্তে রাখা হয় এমন পণ্য ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করা হইয়াছে এইরূপ কোন মোড়ক বা অন্য বস্তুর মধ্যে বা সহিত সাজাইয়া, মোড়াইয়া বা যুক্ত করিয়া রাখেন; অথবা

(ঘ) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক এমনভাবে ব্যবহার করেন -- যাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে এইরূপ বিশ্বাস জন্মায় যে, যে পণ্যের সম্পর্কে উহা ব্যবহার করা হইয়াছে, ভৌগোলিক নির্দেশকটি উহারই বর্ণনা বা নির্দেশ করিয়াছে; অথবা

(ঙ) কোন পণ্য সম্পর্কে কোন সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, চালান (invoice), ক্যাটালগ ব্যবসায়িক পত্র, ব্যবসায়িক কাগজপত্র, মূল্য তালিকা অথবা অন্যান্য বাণিজ্যিক দলিল পত্রে কোন ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করেন এবং অনুরূপ ব্যবহৃত ভৌগোলিক নির্দেশক উল্লেখপূর্বক প্রদত্ত আদেশ বা অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তির নিকট পণ্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

(২) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক কোন পণ্য অথবা কোন মোড়কে অথবা অন্য কোন বস্তুতে ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, উহা ওভেন (woven) আকারে বা গায়ে মুদ্রিত করিয়া অথবা অন্যভাবে তাহাতে কাজ করিয়া অথবা সংযুক্ত করিয়া কিংবা আঁটিয়া দিয়া যেভাবেই ব্যবহার করা হউক।

৪১। **ভৌগোলিক নির্দেশক মিথ্যা প্রতিপন্ন এবং মিথ্যা ব্যবহার**।--- (১) কোন ব্যক্তি একটি ভৌগোলিক নির্দেশক মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যিনি–

(ক) ভৌগোলিক নির্দেশক-এর বৈধ কর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকেই

ঐ ভৌগোলিক নির্দেশক অথবা প্রতারণামূলকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ ভৌগোলিক নির্দেশক তৈরী করেন; অথবা

(খ) পরিবর্তন করিয়া, সংযোজন করিয়া, মুছিয়া ফেলিয়া বা অন্য কোনভাবে কোন প্রকৃত ভৌগোলিক নির্দেশক মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।

(২) কোন ব্যক্তি ভৌগোলিক নির্দেশক-এর বৈধ কর্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে পণ্যে কোন ভৌগোলিক নির্দেশক মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি তিনি---

(ক) কোন পণ্যে বা পণ্য সম্বলিত মোড়কে অনুরূপ ভৌগোলিক নির্দেশক অথবা প্রতারণামূলকভাবে একইরকম ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করেন ;

(খ) ভৌগোলিক নির্দেশক-এর অনুমোদিত ব্যবহারকারীর প্রকৃত পণ্য ব্যতীত অন্য পণ্য প্যাকেট করিবার বা উহাতে বোঝাই করিবার বা উহা দ্বারা জড়াইবার জন্য উক্ত ভৌগোলিক নির্দেশকযুক্ত কোন মোড়ক ব্যবহার করেন, যাহা ঐ ভৌগোলিক নির্দেশক-এর অনুমোদিত ব্যবহারকারীর মোড়কের সাথে অভিন্ন বা প্রতারণামূলকভাবে একইরকম;

(৩) উপ-ধারা (১)-এ বর্ণিত মিথ্যা প্রতিপন্নকৃত অথবা উপ-ধারা (২)-এ বর্ণিত মিথ্যাভাবে ব্যবহারকৃত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক, এই আইনে উল্লিখিত মিথ্যা ভৌগোলিক নির্দেশক বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ অথবা কোন পণ্যে মিথ্যাভাবে কোন ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার সম্পর্কিত কোন মামলায় বৈধ কর্তৃপক্ষের সম্মতি থাকিবার বিষয়টি প্রমাণের ভার অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

৪২। **মিথ্যা ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহারের দণ্ড**।--- কোন ব্যক্তি, যিনি --

(ক) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন; অথবা

(খ) মিথ্যাভাবে পণ্যে কোন ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করেন; অথবা

(গ) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার কাজে ব্যবহারের জন্য কোন গুটি, ব্লক, মেসিন, প্লেট বা অন্য যন্ত্রপাতি তৈরী, বিক্রয় করেন বা দখলে রাখেন; অথবা

(ঘ) কোন পণ্যে, ৭১ ধারার অধীনে চাহিদা অনুযায়ী, উহা যে দেশে বা স্থানে তৈরী বা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পরিচয় অথবা প্রস্তুতকারীর বা যাহার জন্য পণ্যগুলি তৈরী

হইয়াছে তাহার নাম ঠিকানা ব্যবহার করা প্রয়োজন, অনুরূপ দেশের, স্থানের মিথ্যা পরিচয়, নাম অথবা ঠিকানা ব্যবহার করেন; অথবা

(ঙ) ৭২ ধারার চাহিদা অনুযায়ী পণ্যে ব্যবহৃত উৎসের নির্দেশক বিকৃত করেন, পরিবর্তন করেন অথবা মুছিয়া ফেলেন;অথবা

(চ) এই ধারায় উপরি-উল্লিখিত ঘটনাগুলির যে কোনটি সংঘটন করান;

তিনি প্রতারিত করিবার ইচ্ছা ব্যতিরেকেই কাজ করিয়াছেন মর্মে প্রমাণ করিতে না পারিলে, অন্যূন ছয় মাস কিন্তু অনধিক তিন বৎসর কারাদণ্ডে এবং অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ;

তবে শর্ত থাকে, আদালত উহার রায়ে পর্যাপ্ত ও বিশেষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ছয় মাসের কম কারাদণ্ডাদেশ অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকার কম জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

৪৩। **মিথ্যা ভৌগোলিক নির্দেশকযুক্ত পণ্য বিক্রয় করিবার দণ্ড।**-- কোন ব্যক্তিভৌগোলিক নির্দেশকযুক্ত পণ্য বা ৭১ ধারার চাহিদা মোতাবেক পণ্যটির প্রস্তুত বা উৎপন্নকারী দেশ বা স্থানের নির্দেশক ব্যতীত প্রস্তুতকারী বা যাহার জন্য পণ্যটি প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার নাম এবং ঠিকানা ছাড়া অথবা কোন নির্দেশক ছাড়া কোন পণ্য বা সামগ্রী বিক্রয় করেন, ভাড়া দেন অথবা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন করেন অথবা ভাড়া করেন বা বিক্রয়ের জন্য দখলে রাখেন, তিনি যদি প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হন যে,

ক) এই ধারার অধীনে সম্ভাব্য অপরাধ সংঘটনের বিরুদ্ধে যুক্তিযুক্ত সকল ধরণের সাবধানতা অবলম্বন করায় কথিত অপরাধ সংঘটনের সময় ভোগোলিক নির্দেশকটির মৌলিকত্বের বিষয়ে অথবা পণ্যটি সম্পর্কে কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে মর্মে তাহার সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না; অথবা

খ) মামলার বাদী কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে চাহিদা মোতাবেক তিনি যেই ব্যক্তির নিকট হইতে অনুরূপ পণ্য বা সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার সম্পর্কে তাহার ক্ষমতাবলে সকল তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন; অথবা

গ) তিনি সরল অন্তঃকরণে কাজ করিয়াছেন,

তাহা হইলে তিনি অন্যূন ছয় মাস কিন্তু অনূর্ধ তিন বৎসর কারাদণ্ডে এবং অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু অনধিক দুই লক্ষ টাকার অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত উহার রায়ে পর্যাপ্ত এবং বিশেষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ছয় মাসের কম কারাদণ্ড অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকার কম অর্থ দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৪৪। দ্বিতীয় ও পরবর্তীকালের অভিযোগ প্রমাণের ক্ষেত্রে দণ্ড।---কোন ব্যক্তি ইতিপূর্বেই ৪২ ধারা এবং ৪৩ ধারার অপরাধে সাজা প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে অনুরূপ দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন এক বৎসর কিন্তু অনধিক তিন বৎসর কারাদণ্ডে এবং অন্যূন এক লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত উহার রায়ের পর্যাপ্ত এবং বিশেষ কারণ উল্লেখ করিয়া এক বৎসরের কম কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকার কম অর্থ দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে;

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার উদ্দেশ্যে এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে প্রদত্ত কোন সাজা বিবেচনায় নেওয়া যাইবে না।

৪৫। কোন ভৌগোলিক নির্দেশক মিথ্যাভাবে নিবন্ধিত হিসাবে চালাইবার দণ্ড।--- (১) কোন ব্যক্তি কোন সাদৃশ্য তৈরী করিবেন না ---

(ক) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কে, যাহা কোন নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক নহে, এইরূপ ধারণা প্রদানের জন্য যে উহা একটি নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক; অথবা

(খ) কোন নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কে এমন ধারণা প্রদানের জন্য যে, উহা যে কোন পণ্য সম্পর্কে নিবন্ধিত, কিন্তু বস্তুতঃ ঐ পণ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশকটি নিবন্ধিত নয় ; অথবা

(গ) এই মর্মে ধারণা প্রদানের জন্য যে, কোন ভৌগোলিক নির্দেশক-এর নিবন্ধন যে কোন অবস্থায় উহা ব্যবহারের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করিয়াছে, নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ বিধি-নিষেধ অনুযায়ী বস্তুতপক্ষে ঐ নিবন্ধন যে অধিকার প্রদান করে নাই।

(২) কোন ব্যক্তি (১) উপ-ধারার বিধান ভঙ্গ করিলে তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে, অথবা অর্থ দণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে কোন ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কে "নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক" শব্দাবলী, অথবা প্রকাশ্য বা পরোক্ষভাবে নিবন্ধন নির্দেশক অপর কোন অভিব্যক্তি, প্রতীক বা চিহ্নের ব্যবহার, নিবন্ধন বহিতে বর্ণিত নিবন্ধনের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না

(ক) ঐ শব্দ বা অপর অভিব্যক্তি, প্রতীক বা চিহ্ন অক্ষর হিসাবে চিত্রিত অপর শব্দাবলীর প্রত্যক্ষ সংযোগে ব্যবহৃত হয়,অন্ততঃ ততটুকু বড় আকারে, যে আকারে ঐ শব্দ বা অপর অভিব্যক্তি, প্রতীক বা চিহ্ন চিত্রিত হইয়াছে, এবং বাংলাদেশের বাহিরের কোন

দেশের কোন ভৌগোলিক নির্দেশক হিসাবে নিবন্ধনের উল্লেখ ঐ দেশের প্রচলিত আইনে উক্ত নিবন্ধন বস্তুতপক্ষে কার্যকর রহিয়াছে মর্মে ধারণা প্রদান করে।

(খ) ঐ অপর অভিব্যক্তি, প্রতীক বা চিহ্ন সহজাতভাবেই এমন ধরণের যে, উহা নির্দেশ করে যে, উহার উল্লেখ দফা (ক)-এ বর্ণিত নিবন্ধনের উল্লেখের অনুরূপ ; অথবা

(গ) ঐ শব্দটি, বাংলাদেশের বাইরের কোন দেশের আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় এবং উহা ঐ দেশে ব্যবহারের জন্য ঐ দেশে রপ্তানী হইবে কেবল এইরূপ পণ্য সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় ।

৪৬। **কোন ব্যবসায়িক স্থানকে মিথ্যাভাবে ভৌগোলিক নির্দেশক অনুভিাগের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিবার দণ্ড ।**---যদি কোন ব্যক্তি তাহর ব্যবসার স্থানে, বা তাহার প্রেরিত কোন দলিলপত্রে বা অন্য কোনভাবে এমন শব্দ ব্যবহার করেন, যাহাতে যুক্তিসঙ্গতভাবে এমন বিশ্বাস জন্মে যে, তাহার ব্যবসার স্থানটি, ভৌগোলিক নির্দেশক অনুবিভাগ বা ভৌগোলিক অনুবিভাগের সহিত দাপ্তরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত, তাহা হইলে তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে, অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

৪৭। **নিবন্ধন বহির এন্ট্রি জালকরণের দণ্ড ।**---যদি কোন ব্যক্তি নিবন্ধন বহিতে কোন মিথ্যা এন্ট্রি করেন বা করান, অথবা মিথ্যাভাবে এমন কোন লিখিত কাগজ তৈরী করেন বা করান, যাহা নিবন্ধন বহির কোন এন্ট্রির অনুলিপি বলিয়া মনে হয়, অথবা অনুরূপ এন্ট্রি বা লিখিত কাগজ মিথ্যা বলিয়া জানিয়াও সাক্ষ্য গ্রহণকালে উহা পেশ বা দাখিল করেন, তাহা হইলে তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

৪৮। **পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ ।**--- (১) কোন ব্যক্তি ধারা ৪২, ৪৩ বা ৪৪-এর অধীন অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হইলে, অথবা ধারা ৪২ বা ধারা ৪৩-এর অপরাধে প্রতারণা করিবার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কাজ করিয়াছেন প্রমাণ সাপেক্ষে অথবা ৪৩ ধারার অধীনে দফা (ক) বা (খ) বা (গ)-এ বর্ণিত বিষয়াদি প্রমাণ সাপেক্ষে শাস্তি বা অব্যাহতি প্রদানকারী আদালত যাহার সাহায্যে বা যাহার সম্পর্কে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে অনুরূপ সকল পণ্য এবং সামগ্রী সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

(২) যখন কোন সাজার আদেশের সহিত বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ দেওয়া হয় এবং ঐ সাজার আদেশটি আপীলযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তকরণের আদেশও আপীলযোগ্য হইবে ।

(৩) কোন খালাসের মামলায় পণ্য সামগ্রী বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ হইলে, এবং পণ্য ও সামগ্রীর মূল্য পঞ্চাশ টাকার বেশি হইলে বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীলযোগ্য কেসে ঐ

বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রদানকারী আদালতের শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে যে আদালতে আপীল দায়েরযোগ্য, সেই আদালতে বাজেযাপ্তকরণ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যাইবে।

(৪) সাজার আদেশের সহিত বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ প্রদান করা হইলে সাজা প্রদানকারী আদালত, উহার বিবেচনা মোতাবেক; বাজেয়াপ্তকৃত কোন দ্রব্যাদি ধ্বংস করিবার বা অন্যভাবে নিষ্পত্তি করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

৪৯। ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কর্মধারায় নিয়োজিত কতিপয় ব্যক্তির দায়মুক্তি।--- ৪২ ধারার অধীন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি যদি প্রমাণ করেন যে,

(ক) তাহার ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যধারায় তিনি অপর ব্যক্তির পক্ষে ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহারের কাজে, অথবা ক্ষেত্রমত, ডাইস, ব্লক, মেসিন, প্লেট তৈরীর কাজে, অথবা ভৌগোলিক নির্দেশক তৈরীর জন্য অথবা ভৌগোলিক নির্দেশক তৈরীর কাজে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি বানানোর কাজে নিয়োজিত আছেন ;

(খ) যাহা অভিযোগের বিষয়বস্তু তিনি ঐভাবেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বিক্রয়ের ভিত্তিতে লাভ বা কমিশন আকারে ঐ পণ্য বা অপর সামগ্রীর প্রতি তাহার কোন আগ্রহ ছিল না;

(গ) অভিযোগকৃত অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধের জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং কথিত অপরাধ সংঘটনের সময় ভৌগোলিক নির্দেশকটির মৌলিকত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের কোন কারণ ছিল না ; এবং

(ঘ) বাদী কর্তৃক বা তাহার পক্ষে চাহিদা মোতাবেক, তিনি তাহার ক্ষমতাবলে, যাহার পক্ষে ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য প্রদান করিয়াছেন ;

তাহা হইলে তিনি মামলা হইতে খালাস পাইবেন।

৫০। অভিযুক্ত ব্যক্তি নিবন্ধনের অবৈধতাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি হিসাবে দাবি করিলে অনুসরণীয় পদ্ধতি।--- (১) ধারা ৪২, ৪৩ বা ৪৪ এর অধীনে কোন অভিযোগকৃত অপরাধ যদি কোন নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া দাবি করেন যে, সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক নির্দেশক-এর নিবন্ধন অবৈধ, তাহা হইলে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে ---

(ক) আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্তরূপ আত্মপক্ষ সমর্থন প্রাথমিকভাবে (prima-facie) গ্রহণযোগ্য, তাহা হইলে তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করিয়া, উহার নিবন্ধনের অবৈধতার কারণে নিবন্ধন বহি পরিমার্জনের জন্য আপীল বোর্ডে আবেদন দাখিলের সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে যে তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তির দাবি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে তিন মাসের জন্য উক্ত কার্যধারা মূলতবী রাখিতে পারিবেন;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি আদালতের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনি নির্দিষ্ট সময়ে অথবা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইলে নিবন্ধন বহি পরিমার্জনের আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মামলার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত থাকিবে;

(গ) যদি তিন মাস বা আদালত কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিবন্ধন বহি পরিমার্জনের জন্য আপীল বোর্ডে আবেদন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আদালত ঐ মামলায় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে যেন উক্ত নিবন্ধনটি বৈধ ছিল।

(২) উপ-ধারা(১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পূর্বে, কোন ভৌগোলিক নির্দেশক-এর নিবন্ধন অবৈধ হওয়ার কারণে উক্ত ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত নিবন্ধন বহি পরিমার্জনের কোন আবেদন ইতোপূর্বে যথাযথভাবে দাখিল করা হইলে এবং উহা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকিলে, সংশ্লিষ্ট আদালত উক্ত আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মামলার কার্যক্রম স্থগিত রাখিবে এবং উক্ত পরিমার্জনের আবেদনের ফলাফলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ (charge) নির্ধারণ করিবে যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযোগকারী তাহার ভৌগোলিক নির্দেশক-এর নিবন্ধনের দাবী অব্যাহত রাখেন।

৫১। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।--- (১) এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোন কোম্পানী হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী এবং তৎসহ কোম্পানীর কার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ও কার্যপরিচালনার জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি, যাহারা অপরাধ সংঘটনকালীন কর্মরত ছিলেন, ঐ অপরাধের জন্য দায়ী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তি প্রদান করা যাইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোনকিছুই কোন ব্যক্তিকে শাস্তিযোগ্য করিবে না, যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহা রোধকল্পে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন কোম্পানী এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত কোম্পানীর কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তার সম্মতিতে বা যোগসাজসে উহা সংঘটিত হইয়াছে, বা তাহাদের অবহেলার কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা উক্ত অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও শাস্তি প্রদান করা যাইবে।

ব্যাখ্যা ।-- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ---

(ক) "কোম্পানী" অর্থ কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, ফার্ম বা ব্যক্তিবর্গের অপর কোন সমিতিও ইহার অন্তর্ভুক্ত ।

(খ) "পরিচালক" অর্থ কোন ফার্মের ক্ষেত্রে, উক্ত ফার্মের কোন. অংশীদার ।

৫২। **কতিপয় অপরাধের আমলযোগ্যতা এবং তল্লাশী ও জব্দকরণের ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতা** ।--- (১) নিবন্ধক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত ধারা ৪৫, ৪৬ বা ৪৭-এর অধীনে কোন অপরাধ আমলে নিবেন না ;

তবে শর্ত থাকে যে, ৪৫ ধারার (১) উপ-ধারার (খ) দফার অধীনে আদালত, এই মর্মে নিবন্ধক কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে, কোন অপরাধ আমলে নিবে। নিবন্ধকের প্রত্যয়ন পত্রে এইমর্মে উল্লেখ থাকিবে যে, কোন নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশককে এমন কোন পণ্য সম্পর্কে নিবন্ধিত বলিয়া উপস্থাপন করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে যাহার সম্পর্কে উহা নিবন্ধিত নহে।

(২) মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের অধঃস্তন কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলার বিচার করিবে না।

(৩) ধারা ৪২, ৪৩ বা ৪৪-এর সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য হইবে।

(৪) সহকারী পুলিশ সুপার বা সমমান পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি সন্তুষ্ট হন যে, (৩) উপ-ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, সংঘটিত হইতেছে বা সংঘটনের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি বিনা পরওয়ানায় পণ্য, ডাইস, ব্লক, মেসিন, প্লেট, অপরাধ সংঘটনের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য যন্ত্রপাতি বা দ্রব্যাদি, যেখানেই পাওয়া যাউক, তল্লাশী ও জব্দ করিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে জব্দকৃত সকল পণ্য দ্রব্য, যত শীঘ্র সম্ভব, ক্ষেত্রমত, প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন তল্লাশী এবং জব্দকরণের পূর্বে পুলিশ কর্মকর্তা ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত অপরাধ সংঘটন সম্পৃক্ত তথ্যাদির বিষয়ে নিবন্ধকের মতামত গ্রহণ করিবে এবং অনুরূপভাবে গৃহীত মতামত মানিয়া চলিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে জব্দকৃত কোন পণ্য দ্রব্যের বিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি জব্দকরণের পনর দিনের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পণ্য দ্রব্যটি তাহাকে ফেরৎ প্রদানের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারী এবং মামলার বাদী পক্ষকে শুনানীর পর তাহার বিবেচনামতে, আবেদন সম্পর্কে বিহিত আদেশ প্রদান করিবে।

৫৩। **মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতার খরচ** ।---এই আইনের অধীন কোন মামলায়, মামলার সার্বিক অবস্থা এবং পক্ষগুলির আচরণ বিবেচনা করিয়া আদালত যেরূপ যুক্তিযুক্ত মনে করিবেন অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক

অভিযোগকারীকে অথবা অভিযোগকারী কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেইরূপ খরচ প্রদানের আদেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে মঞ্জুরকৃত খরচ জরিমানার ন্যায় আদায়যোগ্য হইবে।

৫৪। **মামলা দায়েরের সময়সীমা**।---কথিত অপরাধ সংঘটনের তিন বৎসর পর অথবা বাদী কর্তৃক উহা জ্ঞাত হইবার পর দুই বৎসর, যাহা আগে সমাপ্ত হয়, অতিবাহিত হইলে এই আইনের অধীনে কোন মামলা রুজু করা যাইবে না।

৫৫। **অপরাধ সংঘটনের তথ্য**।---কোন সরকারী কর্মকর্তা যাহার দায়িত্ব এই অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রয়োগ করিবার কাজে অংশগ্রহণ করা, তিনি এই আইনের পরিপন্থী অপরাধ সংঘটনের তথ্য কোথায় পাইয়াছেন, সেই মর্মে আদালতে তাহাকে কথা বলিতে বাধ্য করা যাইবে না।

৫৬। **বাংলাদেশের বাহিরে সংঘটিত অপরাধে প্ররোচনা দানের দণ্ড**।---যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে অবস্থান করিয়া বাংলাদেশের বাহিরে সংঘটিত কোন কাজে এইরূপ প্ররোচনা দেন যে, উক্ত কাজ বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে, উহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত, তাহা হইলে তাহাকে বাংলাদেশের যে স্থানে পাওয়া যাইবে সেই স্থানেই উক্তরূপ প্ররোচনা দানের অভিযোগে বিচার করা যাইবে এবং উক্ত অপরাধ নিজে করিলে যে দণ্ড প্রাপ্ত হইতেন সেই দণ্ড প্রদান করা যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়
বিশেষ বিধান

৫৭। আইন প্রয়োগের ব্যাপ্তি।-- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে বিদ্যমান রক্ষণযোগ্য ভৌগোলিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে সেইভাবেই প্রযোজ্য যেমনটা ইহা কার্যকর হইবার পরবর্তী রক্ষণযোগ্য ভৌগোলিক নির্দেশকের বেলায় প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে বিদ্যমান কোন ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কে আইন কার্যকর হইবার পর্বে কৃত কোন কর্মের জন্য এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন মামলা বা কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৫৮। **কনভেনশনভুক্ত দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক নিবন্ধনের আবেদন দাখিল সম্পর্কিত বিশেষ বিধান**।-- কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের কোন গ্রুপ বা ইউনিয়নের কোন সদস্য রাষ্ট্র বা বাংলাদেশের বাহিরে আন্তঃ-সরকার সংস্থা, উহার নাগরিকদের জন্য যে সুবিধা প্রদান করে, সে রকম সুবিধা বাংলাদেশের কোন নাগরিককে প্রদান করিলে, উক্ত রাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তি, কনভেনশন বা সমঝোতা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্তরূপ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রসমূহের গ্রুপ বা ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্র বা আন্তঃ সরকার সংস্থাকে এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কনভেনশন রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

৫৯। পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক বিধান।--- সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত কোন রাষ্ট্র, রাষ্ট্রসমূহের গ্রুপ, ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্র বা আন্তঃ সরকার সংস্থা ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে উহার নাগরিকদের যে সুবিধা প্রদান করে, উহা যদি বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য প্রদান না করে, তাহা হইলে উক্তরূপ রাষ্ট্র, গ্রুপ, ইউনিয়ন বা সংস্থার কোন নাগরিক বাংলাদেশে ---

(ক) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের আবেদন করিবার জন্য অথবা কোন ভৌগোলিক নির্দেশকের নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারী হইবার অধিকারী হইবেন না;

(খ) কোন ভৌগোলিক নির্দেশকের অনুমোদিত ব্যবহারকারী হইবার আবেদন করিবার অথবা উহার নিবন্ধিত অনুমোদিত ব্যবহারকারী হইবার অধিকারী হইবেন না।

৬০। সরকারের অসুবিধা দূরীকরণের ক্ষমতা।--- এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, অনুরূপ অসুবিধা দূরীকরণে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, সরকারি গেজেটে এইরূপ আদেশ জারী করিতে পারিবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন কার্যকর হইবার পর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে অনুরূপ আদেশ জারী করা যাইবে না।

৬১। সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখিত কতিপয় বিষয়ের হেফাজত।-- সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত কোন কিছুই--

(ক) কোন ব্যক্তিকে এমন কোন মামলা বা কার্যধারা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না, যাহা উক্ত অধ্যায় প্রণীত না হইলে, তাহার বিরুদ্ধে রুজু করা যাইত, অথবা

(খ) বাংলাদেশে বসবাসকারী মালিকের কোন কর্মচারী মালিকের নির্দেশানুযায়ী সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করিলে এবং বাদী বা তাহার পক্ষে কার্যরত ব্যক্তির চাহিদা মোতারেক উক্ত মালিক ও তাহার নির্দেশাবলী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করিলে, তাহাকে কোন মামলা বা কার্যধারাায় দন্ডনীয় করিবে না।

৬২। ভৌগোলিক নির্দেশক এবং স্বত্ব সম্পর্কিত ঘোষণা Registration Act, ১৯০৮ এর অধীনে নিবন্ধন যোগ্য নহে।--- Registration Act, ১৯০৮-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যতীত অপর কোন ভৌগোলিক নির্দেশক - এ কোন ব্যক্তির স্বত্বের ঘোষণা প্রদানকারী বা ঘোষণা প্রদান করে বলিয়া অনুমিত কোন দলিল উক্ত আইনে (Act XVI of 1908) নিবন্ধন করা যাইবে না।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

৬৩। সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কর্মের হেফাজত।---এই আইনের অধীনে সরল বিশ্বাসে কোন কিছু করিবার জন্য বা করিবার ইচ্ছা পোষণের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা চলিবে না।

৬৪। কতিপয় ব্যক্তি জনসেবক গণ্য হইবেন।-- এই আইনের অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি দণ্ডবিধির ২১ ধারায় বর্ণিত অর্থে জনসেবক হিসাবে গণ্য হইবেন।

৬৫। ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের বৈধতা প্রশ্নাধীন হইলে কার্যধারা স্থগিত।--- (১) যেক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘনজনিত মামলায় বিবাদী যুক্তি দেখান যে, বাদীর সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশকটির নিবন্ধন অবৈধ, মামলা পরিচালনাকারী আদালত (অতঃপর উক্ত আদালত বলিয়া উল্লিখিত) সেইক্ষেত্রে ---

(ক) বাদী বা বিবাদীর সম্পর্কে কোন ভৌগোলিক নির্দেশক-এর নিবন্ধন বহি পরিমার্জনের জন্য নিবন্ধকের নিকট অথবা আপীল বোর্ডে মামলা বিচারাধীন থাকিলে, অনুরূপ মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, মামলা স্থগিত ঘোষণা করিবে ;

(খ) অনুরূপ কোন মামলা বিচারাধীন না থাকিলে এবং আদালতের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাদী বা বিবাদীর সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের অবৈধতা বিষয়ক দাবী প্রাথমিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য, তাহা হইলে তৎসম্পর্কে বিচার্য বিষয় গঠন করিবেন এবং নিবন্ধন বহি পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে আপীল বোর্ডে আবেদন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সুযোগদানের নিমিত্ত উক্ত মামলার বিচার্য বিষয় গঠন করিবার তারিখ হইতে তিন মাসের জন্য মূলতবী রাখিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট পক্ষ যদি আদালতে এইমর্মে প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অথবা আদালত কর্তৃক উপযুক্ত কারণে বর্ধিত সময়ের মধ্যেই, উপ-ধারা (১) এর (খ) দফায় বর্ণিত আবেদন করিয়াছেন, তাহা হইলে পরিমার্জনের কার্যধারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত মামলার বিচার স্থগিত হইয়া যাইবে।

(৩) নির্ধারিত সময় অথবা আদালত কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে অনুরূপ কোন আবেদন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের বৈধতার বিষয়টি পরিত্যক্ত

হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং আদালত মামলার অপর বিচার্য বিষয়াদি লইয়া অগ্রসর হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) বা (২)-এ বর্ণিত পরিমার্জনের কার্যধারায় প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশ পক্ষসমূহের উপর বাধ্যতামূলক হইবে এবং আদালত ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের বৈধতা সম্পর্কিত বিচার্য বিষয়ে উক্ত আদেশের সাথে সঙ্গতি রাখিয়া মামলাটি নিষ্পত্তি করিবে।

(৫) এই ধারার অধীনে ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘনের মামলা স্থগিত হইলেও, স্থগিতাদেশ বহাল থাকাকালীন আদালতকে উহা (নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর, হিসাব রাখিবার নির্দেশ, রিসিভার নিয়োগ অথবা কোন সম্পত্তি ক্রোকের আদেশসহ) যে কোন অন্তবর্তীকালীন আদেশ জারী করা হইতে বারিত করিবে না।

৬৬। কতিপয় ক্ষেত্রে নিবন্ধন বহি পরিমার্জনের আবেদন আপিল বোর্ডে দাখিল করিতে হইবে।--- (১) নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘনের মামলায় বিবাদী কর্তৃক বাদীর সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হইলে অথবা এইরূপ কোন মামলায় বাদী কর্তৃক বিবাদী সম্পর্কে কোন ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধনের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ হইলে নিবন্ধন বহি পরিমার্জনের আবেদনের ভিত্তিতে ভৌগোলিক নির্দেশক-এর বৈধতার বিষয়টি নিরূপণ করা হইবে; এবং ২৭ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, এইরূপ আবেদন আপিল বোর্ডে দাখিল করিতে হইবে, নিবন্ধকের নিকট নয়;

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে ২৭ ধারা অনুযায়ী তাহার নিকট নিবন্ধন বহি পরিমার্জনের আবেদন দাখিল করা হইলে, যদি নিবন্ধকের নিকট সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে মামলার যে কোন পর্যায়ে তিনি উহা আপিল বোর্ডে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

৬৭। পরিচয়যুক্ত পণ্য বিক্রয় পরোক্ষ নিশ্চয়তাযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।---বিক্রয়যোগ্য পণ্যের উপর অথবা কোন পণ্য বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক ব্যবহার করা হইলে, ব্যবহৃত ভৌগোলিক নির্দেশকটি প্রকৃত ভৌগোলিক নির্দেশক এবং অসত্যরূপে ব্যবহার করা হয় নাই মর্মে বিক্রেতা নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে --- যতক্ষণ না বিক্রেতা বা তাহার প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত আকারে ভিন্নমত প্রকাশ করা হয় এবং তাহা, পণ্যটি বিক্রয়কালে বা চুক্তি সম্পাদনকালে প্রদান করা হয় এবং ক্রেতা কর্তৃক উহা গৃহীত হয়।

৬৮। নিবন্ধকের ক্ষমতা।---এই আইনের অধীনে নিবন্ধক কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল কার্যধারায় -

--

(ক) সাক্ষ্য গ্রহণ, শপথ পরিচালনা, সাক্ষীদের হাজিরা নিশ্চিতকরণ, দলিল উদ্ধার ও পেশ করিতে বাধ্যকরণ এবং সাক্ষী পরীক্ষার জন্য কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা নিবন্ধকের থাকিবে ;

(খ) নিবন্ধক, ৮৭ ধারার অধীনে এই প্রসঙ্গে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, তিনি যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করিবেন, খরচ সম্পর্কে সেইরূপ আদেশ দিতে পারিবেন এবং অনুরূপ আদেশ দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় বাস্তবায়নযোগ্য হইবে।

(গ) নিবন্ধক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে, নিজ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবেন।

৬৯। নিবন্ধক কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ।---নিবন্ধক, ৬৪ ধারার বিধান সাপেক্ষে, এই আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা প্রদত্ত স্বেচ্ছাধীন বা অপর কোন ক্ষমতা, যে ব্যক্তি ঐ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আবেদন করিয়াছেন (ঐ ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি চাওয়া হয়) তাহাকে শুনানীর সুযোগ না দিয়া, তাহার বিপক্ষে প্রয়োগ করিবেন না।

৭০। নিবন্ধকের নিকট সাক্ষ্য।---এই আইনের অধীনে নিবন্ধকের নিকট যে কোন কার্যধারায় হলফনামাসহ সাক্ষ্য প্রদান করিতে হইবে ;

তবে শর্ত থাকে, নিবন্ধক উপযুক্ত মনে করিলে হলফনামাসহ সাক্ষ্য গ্রহণের অতিরিক্ত বা পরিবর্তে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৭১। কার্যধারাভুক্ত কোন পক্ষের মৃত্যু।---যদি এই আইনের অধীনে কোন কার্যধারা (আপীল বোর্ড বা আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা নহে) বিচারাধীন থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি, যিনি ঐ কার্যধারায় একটি পক্ষ, মারা যান, তাহা হইলে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের আবেদন এবং মৃত ব্যক্তির স্বার্থ অন্য কোন ব্যক্তি উপর বর্তাইয়াছে মর্মে প্রমাণ পাইবার পর উক্ত ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তির স্বার্থবান উত্তরাধিকার হিসাবে প্রতিস্থাপন করিতে পারিবেন, অথবা নিবন্ধক যদি মনে করেন যে, মামলার জীবিতপক্ষ মৃত ব্যক্তিকে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে, সেইক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিস্থাপন ছাড়াই উক্ত মামলা চালাইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৭২। সময় বর্ধিতকরণ।--- (১) তাহার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ফিসহ আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে, কোন কার্যধারা নিষ্পত্তির জন্য সময় বর্ধিত করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে (যে সময় সম্পর্কে আইনে সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই), সেই সময় অতিবাহিত হউক বা না হউক, তাহার

বিবেচনায় উপযুক্ত শর্ত আরোপ সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ সময় বর্ধিতকরণের বিষয়টি পক্ষগণকে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এর কোন কিছুই নিবন্ধক কর্তৃক সময় বর্দ্ধিতকরণের আবেদন নিষ্পত্তির পূর্বে পক্ষগণকে শুনানীর বাধ্যবাধকতা আরোপ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না এবং এই ধারার অধীনে নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা যাইবে না।

৭৩। দাবি পরিত্যাগ।--- নিবন্ধক যদি মনে করেন যে, এই আইনের অধীনে কোন মামলায় আবেদনকারী কোন কর্তব্য পালনে ব্যর্থ (default) হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা প্রতিপালনের জন্য আবেদনকারীকে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং আবেদনকারী চাহিলে, তাহাকে শুনানীর সুযোগ দিয়া, নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে উক্ত কর্তব্য প্রতিপালিত না হইলে, আবেদনটিকে পরিত্যক্ত গণ্য করিবেন।

৭৪। লঙ্ঘনের মামলা ইত্যাদি জেলা আদালতে দায়ের করিতে হইবে।--- (১) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের এক্তিয়ার সম্পন্ন জেলা আদালতের অধঃস্তন কোন আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না। যথা : --

(ক) নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘন; অথবা

(খ) নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট কোন অধিকার সম্পর্কিত; অথবা

(গ) বিবাদী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক বাদীর সম্পর্কে কোন ভৌগোলিক নির্দেশক তাহা নিবন্ধিত অথবা অনিবন্ধিত হউক, --

এর সাথে হুবহু একইরকম বা প্রতারণামূলকভাবে সদৃশ হইলে, উহার চালাইয়া দেওয়া হইতে উদ্ভূত বিষয় সম্পর্কিত।

(২) উপ-ধারা (১)-এর (ক) ও (খ) দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Code of Civil Procedure,1908 (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) অথবা বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, "এক্তিয়ার সম্পন্ন জেলা আদালত" বলিতে সেই জেলা আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহার ভৌগোলিক এক্তিয়ারাধীন স্থানীয় সীমানার মধ্যে মামলা বা অন্য কার্যধারা দায়ের করিবার সময়, দায়েরকারী ব্যক্তি, অথবা একাধিক ব্যক্তি হইলে তাহাদের যে কোন একজন, প্রকৃতপক্ষে এবং স্বেচ্ছায় বসবাস করেন অথবা ব্যবসা পরিচালনা করেন অথবা লাভবান হওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কাজ করেন।

ব্যাখ্যা।-- উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণে "ব্যক্তি" বলিতে অনুমোদিত ব্যবহারকারীও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭৫। লঙ্ঘন বা চালাইয়া দেওয়ার মামলায় প্রতিকার।--- (১) ৬৬ ধারায় বর্ণিত ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘন বা ভৌগোলিক নির্দেশক চালাইয়া দেওয়া সংক্রান্ত মামলায় আদালত প্রতিকার হিসাবে নিষেধাজ্ঞা (আদালতের বিবেচনামতে, যদি থাকে, শর্ত সাপেক্ষে) এবং বাদীর অভিপ্রায় অনুসারে ক্ষতিপূরণ বা মুনাফার অংশ প্রদানের আদেশ দিতে পারিবে এবং লঙ্ঘনকাজে ব্যবহৃত লেবেল ও পরিচয়সমূহ ধ্বংস করিবার বা মুছিয়া ফেলিবার অথবা উহা না করিবার আদেশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে থাকিতে পারে একতরফা নিষেধাজ্ঞা অথবা নিম্নবর্ণিত যে কোন বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ। যথা ঃ ---

(ক) দলিলাদি উদ্ধারের জন্য ;

(খ) মামলার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত যে পণ্য বা দলিল সম্পর্কে লঙ্ঘন সংঘটিত হইয়াছে উহার ও অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণের সংরক্ষণ;

(গ) বিবাদীকে এমনভাবে তাহার সম্পত্তি নিস্পত্তি বা লেনদেন করা হইতে নিবৃত করা -- শেষ পর্যন্ত বাদীর অনুকুলে যে ক্ষতিপূরণ, খরচ অথবা অপর কোন আর্থিক প্রতিকার-এর আদেশ দেওয়া হইতে পারে, তাহা আদায়ে বাদীর অসুবিধা হইতে পারে।

(৩) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত কোন মামলায় ক্ষতিপূরণ (নামমাত্র ক্ষতিপূরণ ব্যতীত) বা মুনাফার অংশ হিসাবে কোন প্রতিকার মঞ্জুর করিবে না, যদি ---

(ক) কোন লঙ্ঘনজনিত মামলায় বিবাদী আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে,

(অ) যখন হইতে তর্কিত ভৌগোলিক নির্দেশকটি ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছিলেন তখন তাহার জানা বা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না যে, বাদীর সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশকটি নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং

(আ) ভৌগোলিক নির্দেশকটিতে বাদীর অধিকার ও অধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে পণ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশকটি নিবন্ধিত, সেই পণ্য সম্পর্কে তিনি উহার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; অথবা

(খ) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক চালাইয়া দেওয়া জনিত মামলায়, বিবাদী আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে,

(অ) যখন হইতে তর্কিত ভৌগোলিক নির্দেশকটি ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছিলেন তখন তাহার জানা বা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না যে, বাদীর সম্পর্কে ভৌগোলিক নির্দেশকটি ব্যবহার করা হইত ;

(আ) যখন হইতে ভৌগোলিক নির্দেশকটিতে বাদীর অধিকার ও উহার প্রকৃতি সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত ভৌগোলিক নির্দেশকটি ব্যবহার করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

৭৬। কতিপয় কার্যধারায় অনুমোদিত ব্যবহারকারীকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।--- (১) ষষ্ঠ অধ্যায় অথবা ৩১ ধারার অধীন প্রতিটি কার্যধারায়, অনুরূপ কার্যধারার সাথে সম্পৃক্ত ভৌগোলিক নির্দেশকের অনুমোদিত ব্যবহারকারীকে, পক্ষভুক্ত করিতে হইবে, যদি তিনি নিজে উক্ত অধ্যায় বা ধারার অধীন কোন কার্যধারায় আবেদনকারী না হইয়া থাকেন।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কার্যধারায় অনুরূপভাবে পক্ষভুক্ত কোন অনুমোদিত ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে কোন খরচের আদেশ দেওয়া যাইবে না যদি না তিনি কার্যধারায় হাজিরা দেন এবং অংশগ্রহণ করেন।

৭৭। নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি ও নিবন্ধক কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর প্রমাণ।--- (১) নিবন্ধন বহির কোন এন্ট্রির কপি অথবা ৭৮ ধারার (১) উপ-ধারায় উল্লিখিত কোন ডকুমেন্ট যাহা নিবন্ধক কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত এবং ভৌগোলিক নির্দেশক অনুবিভাগের সীলমোহরযুক্ত --- সকল আদালতের সকল কার্যধারায় অধিকতর প্রমাণ অথবা মূলকপি হাজির করা ব্যতিরেকে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবে।

(২) কোন এন্ট্রি, বিষয় বা জিনিস সম্পর্কে নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া প্রতীয়মান কোন সার্টিফিকেট, যাহা তিনি এই আইন বা বিধিবলে তৈরী বা সম্পাদন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত -- তাহা প্রাথমিক প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে, ঐ এন্ট্রি বা তাহার বিষয়বস্তু, বিষয় বা জিনিস তৈরী বা করা হইয়া থাকুক বা না থাকুক।

৭৮। নিবন্ধক ও অন্যান্য কর্মকর্তাকে নিবন্ধন বহি হাজির করিতে বাধ্য করা যাইবে না।--- আদালত বিশেষ কারণে আদেশ প্রদান না করিলে ভৌগোলিক নির্দেশক অনুবিভাগের নিবন্ধক বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে, তিনি উহাতে কোন পক্ষ না হইলে কোন আইনগত কার্যধারায়, নিবন্ধন বহি বা তাহার হেফাজতে থাকা অন্য ডকুমেন্ট (যাহার বিষয়বস্তু এই আইনের অধীনে ইস্যুকৃত জাবেদা নকল হাজির করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে) হাজির করিতে বাধ্য করা যাইবে না বা লিপিবদ্ধ বিষয়টি প্রমাণের জন্যে সাক্ষী হিসাবে হাজির হইতে বাধ্য করা যাইবে না।।

৭৯। মূল উৎপাদন স্থল প্রদর্শনের জন্য পণ্য চাহিবার ক্ষমতা।--- (১) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবে যে, প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত পণ্যসমূহে, যাহা বাংলাদেশের ভূখণ্ডের বাহিরে প্রস্তুতকৃত ও উৎপাদিত এবং বাংলাদেশে আমদানী করা হয়, অথবা যাহা বাংলাদেশের ভূখন্ডের মধ্যেই প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত হইয়াছে, প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত তারিখ হইতে, যাহা প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে তিন মাসের কম হইবে না, পণ্যটি যে দেশ, বা স্থানে প্রস্তুত বা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ভৌগোলিক নির্দেশক

ব্যবহার করিতে হইবে এবং প্রস্তুতকারী বা যাহার জন্য পণ্যটি প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানাও উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) উক্ত প্রজ্ঞাপনে ভৌগোলিক নির্দেশকটি ব্যবহারের পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দেওয়া যাইবে; যেমন- পণ্যের মধ্যেই অথবা অন্য কোনভাবে এবং ভৌগোলিক নির্দেশকটি কতবার, কি উপলক্ষ্যে উপস্থাপন করা হইবে অর্থাৎ শুধু কি আমদানীর সময়, নাকি বিক্রয়ের সময়ও এবং পাইকারী বিক্রয়ের সময় নাকি খুচরা বিক্রয়ের সময় অথবা উভয় ক্ষেত্রেই।

(৩) এই ধারার অধীনে কোন প্রজ্ঞাপন জারী করা যাইবে না, যদি না সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিপণনকারী, প্রস্তুতকারী, ব্যক্তিবর্গ বা সংঘ কর্তৃক আবেদন করা হয়, অথবা যদি না সরকার অন্য কোনভাবে এইমর্মে অনুসন্ধানপূর্বক বা অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই, নিশ্চিত হয় যে, জনস্বার্থে, অনুরূপ প্রজ্ঞাপন জারীর প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

(৪) প্রাক-প্রকাশনার শর্ত পালন সাপেক্ষে, The General Clauses Act, 1897 (X of 1897)-এর Section-২৩-এর বিধানাবলী এই ধারার অধীন প্রজ্ঞাপন জারীর ক্ষেত্রে একইভাবে অনুসরণ করিতে হইবে, যেভাবে উহা বিধি বা উপ-আইন (bye-law) তৈরীর ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়।

(৫) এই ধারার অধীন কোন প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার বাহিরে প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত এবং বাংলাদেশে আমদানীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি উক্ত পণ্য সম্পর্কে শুল্ক বিভাগের কমিশনার আমদানীর সময়ে এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, উক্ত পণ্য খালাস হইবার পর পুনঃ জাহাজীকরণের মাধ্যমে বা বাংলাদেশের মধ্য দিয়া পরিবহণের মাধ্যমে রপ্তানীর জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

৮০। বৈধতার প্রত্যয়নপত্র।--- যদি আপীল বোর্ডে নিবন্ধন বহি পরিমার্জনের কোন আইনানুগ কার্যধারায় কোন ভৌগোলিক নির্দেশক-এর নিবন্ধন বা অনুমোদিত ব্যবহারকারীর বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং দোতরফা সূত্রে ভৌগোলিক নির্দেশকটির অনুমোদিত ব্যবহারকারীর অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা হইলে আপীল বোর্ড সে মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কোন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হইলে, পরবর্তী কোন আইনগত কার্যধারায় যদি উক্ত বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত অনুমোদিত ব্যবহারকারী তাহার অনুকূলে ভৌগোলিক নির্দেশকটির নিবন্ধন বা অনুমোদিত ব্যবহারকারীর বৈধতা নিশ্চিত করিয়া চূড়ান্ত আদেশ বা রায় লাভ করিবার পর, চূড়ান্ত আদেশ বা রায়ে ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, আইনজীবী ও মক্কেলের মধ্যকার ন্যায় সকল খরচ ও অন্যান্য ব্যয় পাইবার অধিকারী হইবেন।

৮১। আইনানুগ কার্যধারা গ্রহণ করিবার ভিত্তিহীন ভয় প্রদর্শন।--- (১) যদি কোন ব্যক্তি পরিপত্র, বিজ্ঞাপন বা অন্যকিছু দ্বারা অপর কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বা নিবন্ধিত বা প্রথমোক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নিবন্ধিত বলিয়া কথিত ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘনের অথবা অনুরূপ অন্য কোন কার্যধারা গ্রহণের ভীতি প্রদর্শন করে, তাহা হইলে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তি ভৌগোলিক নির্দেশকটির অনুমোদিত

ব্যবহারকারী হউক বা না হউক, প্রথমোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে এবং অনুরূপ ভীতি প্রদর্শন যুক্তিযুক্ত নহে মর্মে ঘোষণা আদায় করিতে পারিবেন। তিনি ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রাখিবার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এবং ইতিমধ্যে তাহার যে ক্ষতিসাধিত হইয়াছে (যদি হইয়া থাকে) উহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন -- যদি না প্রথমোক্ত ব্যক্তি আদালতকে এইমর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, যেসব কাজের বিরুদ্ধে ভয় দেখানো হইয়াছিল, উহা করা হইলে একটি ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘন সংঘটিত হইত।

(২) যদি কোন অনুমোদিত ব্যবহারকারী, যে ব্যক্তিকে ভয় দেখানো হইয়াছে তাহার কোন কাজের বিরুদ্ধে কোন ভৌগোলিক নির্দেশক লঙ্ঘনের অভিযোগে উপযুক্ত অধ্যবসায়ের সাথে মামলা শুরু ও পরিচালনা করেন -- সেই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) এই ধারার অধীন কোন কিছুই কোন আইনজীবী বা নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশকের কোন প্রতিনিধিকে তাহার পেশাগত ক্ষমতাবলে মক্কেলের পক্ষে সম্পাদিত কোন কাজের জন্য কার্যধারার অধীন করিবে না।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন মামলা জেলা আদালতের অধঃস্তন কোন আদালতে দায়ের করা যাইবে না।

৮২। নোটিশ জারীর ঠিকানা।--- আবেদন বা বিরোধিতা নোটিশে উল্লিখিত ঠিকানাই আবেদনকারী বা বিরোধিতাকারীর ঠিকানা বলিয়া গণ্য হইবে এবং আবেদন বা বিরোধিতা সম্পর্কিত সকল দলিল আবেদনকারী বা বিরোধিতাকারীর ঠিকানায় ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে প্রেরণের মাধ্যমে জারী করা যাইবে।

৮৩। ব্যবসায়িক প্রথা ইত্যাদি বিবেচনা।---ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট মামলায় ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত প্রথা এবং অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক বৈধভাবে ব্যবহৃত কোন প্রাসঙ্গিক ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত প্রথাকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিবে।

৮৪। প্রতিনিধি (Agent)।--- এই আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে হলফনামা ব্যতীত, কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিবন্ধকের সম্মুখে কোন কার্য করণীয় হইলে, উক্ত কার্য এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হইবার পরিবর্তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অন্য কোন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক সম্পাদন করা যাইবে, যিনি হইবেন ---

(ক) একজন আইনজীবী; অথবা

(খ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশকের প্রতিনিধি; অথবা

(গ) মূল মালিকের একমাত্র এবং নিয়মিত চাকুরীতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি।

৮৫। সূচিপত্র (Index)।--- নিবন্ধকের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের সূচিপত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে ---

(ক) নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক ;

(খ) নিবন্ধনের আবেদন নিষ্পন্নের অপেক্ষায় এমন ভৌগোলিক নির্দেশক; এবং

(গ) অনুমোদিত ব্যবহারকারীদের নাম ।

৮৬ । **জনগণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত দলিল** ।--- (১) নিম্নলিখিত দলিলাদি, নির্ধারিক শর্ত সাপেক্ষে, ভৌগোলিক নির্দেশক অনুবিভাগে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে --

(ক) নিবন্ধন বহি এবং নিবন্ধন বহির প্রত্যেক এন্ট্রির ভিত্তি ;

(খ) ভৌগোলিক নির্দেশক নিবন্ধন বিরোধিতার প্রত্যেকটি নোটিশ, নিবন্ধকের নিকট দাখিলকৃত পরিমার্জনের আবেদন, উহার পাল্টা বিবৃতি এবং নিবন্ধকের নিকট পক্ষগণ কর্তৃক কোন কার্যধারায় দাখিলকৃত হলফনামা বা অন্য কোন দলিল;

(গ) ধারা ৭৭ এ উল্লিখিত সূচিপত্র ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অনুরূপ অন্যান্য দলিল ।

(২) কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিয়া, নিবন্ধন বহির কোন এন্ট্রির প্রত্যয়নকৃত নকল অথবা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন দলিল সংগ্রহ করিতে পারিবেন ।

৮৭ । **ফি ও সারচার্জ** ।--- (১) এই আইনের অধীন আবেদন ও নিবন্ধনসহ অন্যান্য বিষয়ে সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফি পরিশোধ করিতে হইবে ।

(২) নিবন্ধক কর্তৃক কোন কার্য সম্পাদনের জন্য ফি প্রযোজ্য হইলে, তাহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত, নিবন্ধক উক্ত কার্য সম্পাদন করিবেন না ।

(৩) ভৌগোলিক নির্দেশক অনুবিভাগে কোন দলিল দাখিল বাবদ ফি প্রযোজ্য হইলে, উক্ত ফি পরিশোধ না করা পর্যন্ত, অনুরূপ দলিল দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে ।

৮৮ । **বিধি প্রণয়ন** ।--- (১) সরকার প্রাক-প্রজ্ঞাপনের বিধান সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ।

(২) এই আইনের অধীন বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, Trademarks Rules, 1963 প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজনপূর্বক প্রযোজ্য হইবে ।

৮৯ । **ইংরাজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ** ।-- এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরাজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের নির্ভরযোগ্য ইংরাজী পাঠ (Authentic English Text) হিসাবে অভিহিত হইবে ;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলায় প্রণীত পাঠ ও ইংরাজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে ।